CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 January, 2020 ■ আগরতলা, ২ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ১৬ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৯ এমএম পিস্তল ও তাজা কার্তুজ সহ এনএলএফটির তিন জঙ্গি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের শুরুতেই ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী গতিবিধির প্রমাণ মিলেছে। পিস্তল সহ তিনজন জঙ্গি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে ৯এমএম পিস্তল সহ ৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ ও বিভিন্ন আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। পানিসাগর রেলস্টেশনে দুইজনকে এবং ধর্মনগর রেলস্টেশনে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এবিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগরতলা-শিলচর ট্রেনে পানিসাগর স্টেশনে দুই এনএলএফটি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর আরেকজনকে ধর্মনগর রেলস্টেশনে জালে তুলতে পেরেছে পুলিশ। তিনি জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রেল পুলিশকে সাথে নিয়ে পানিসাগর স্টেশনে উৎ পেতে বসেছিল পুলিশ। সেই মোতাবেক পানিসাগর স্টেশনে খেদাছড়ার বাসিন্দা কান্তি মারাক, মান্দাই নিবাসি সাম্প্রাই দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চাঁদার নোটিশ, চিরকূট, ব্যাঙ্কের পাসবই এবং মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। অন্য আরেক জঙ্গি ওই সময় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু গোয়েন্দা সূত্রে খবরের ভিত্তিতে তাকে ধর্মনগর রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানান, ধলাই জেলার মানিকপুর নিবাসি ফনীজয় রিয়াংকে ধর্মনগর স্টেশন থেকে থেকে একটি ৯এমএম পিস্তল এবং ৬ রাউন্ড তাজা কাতুর্জ সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, তারা তিনজনই এনএলএফটি জঙ্গি দলের সদস্য। তাদের মধ্যে ফনীজয় রিয়াং এনএলএফটির সক্রিয় জঙ্গি। তিনি জানান, এবিষয়ে মামলা নেওয়া হয়েছে। পানিসাগর থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় জঙ্গি গতিবিধি বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ ছিল। জঙ্গিদের আনাগোনার খবর মিলত ঠিকই, কিন্তু তাদের গতিবিধির কোন প্রমাণ মিলেনি। কিন্তু, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনই পিস্তল সহ জঙ্গি গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

ধর্মনগর রেল স্টেশনে পিস্তল ও তাজা কার্তুজ সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল এনএলএফটির কট্টর জঙ্গি। ছবি নিজস্ব।

পৃথক দূর্ঘটনায় নিহত এক আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : জিরানীয়ার মাধববাড়ির কলাবাগানে যান দুর্ঘটনায় মৃত এক। গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো এক। মৃত যুবকের নাম সুমন দেব্বর্মা। রাস্তার পাশে বিকল হয়ে দাড়িয়ে থাকা টিআর-০১-আর-১৫২১ নম্বরের বাঁশ বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় টিআর ০৬-বি৭৬০৬ নম্বারের বাইকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক সুমন দেব্বর্মার। গুরুতর আহত অবস্থায় জিবিতে নিয়ে যাওয়া হয় খোয়াই নিবাসী বাইকের মালিককে। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিরানীয়ার মাধববাড়ির কলাবাগান এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

উড়াল পুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপ বর্মনের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেন সোমা মজুমদার, আজ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যে বিগত সরকারের আমলে নারী নির্যাতনের ঘটনা অত্যাধিক ছিল। কিন্তু তা বর্তমান সরকারের আমলে হ্রাস পেতে চলেছে। কিন্তু তারপরও রাজ্যের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আগামী ৩ জানুয়ারি নারী সংক্রান্ত ঘটনা রদ করতে রাজ্যের মহিলাদের স্বার্থে এক মিছিলের ডাক দিয়েছেন। সুদীপ রায় বর্মনের এই উদ্যোগের সমালোচনা করলেন শহরের টাটা কালিবাড়ির নির্যাতিতা সোমা মজুমদার।

বুধবার বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা তথা টাটা কালিবাড়ির নির্যাতিতা সোমা মজুমদার বলেন,

তৎকালীন সময়ে সুদীপ রায় বর্মন বিরোধী দলের বিধায়ক হিসেবে থেকে রাজধানীর টাটা কালি বাড়ি এলাকার নির্যাতনের ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলতির আঘাতে গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। দুষ্কৃতিদের গুলতির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক মহিলা। আহত মহিলার নাম সাধনা দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিনদ্রাই এলাকায়। জানা যায় ঐ মহিলা বাড়ির কিছুটা দূরে গিয়েছিলেন। সেখানেই সেখানেই কতিপয় দুষ্কৃতি গুলতি দিয়ে মারবেল ছুঁড়ে। গুলতির গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন মহিলা। তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এটিএম জালিয়াতি কান্ডে চার হ্যাকারকে রাজ্যে আনল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। অবশেষে রাজ্যে সর্ববৃহৎ এটিএম জালিয়াতি কান্ডে চার জন্য হ্যাকারকে আনতে সক্ষম হলো ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। তাদের আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। ওই চারজনকে কলকাতায় বেলঘড়িয়াতে গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

প্রসঙ্গত আগরতলা শহরের বিভিন্ন এটিএম হ্যাক করে ৭০ লক্ষাধিক টাকা লুটে নিয়েছিল হ্যাকাররা। ওই হ্যাকিংয়ে তুর্কির বাসিন্দা হাকান জানবুরকান, ফেতাহ আলদেমির এবং দুই বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ হান্নান ও মহম্মদ রফিকুল ইসলাম যুক্ত রয়েছে। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গত ১৯ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল।

এ বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশের

সাইবার ক্রাইম শাখার ডিএসপি দীপঙ্কর পাল জানিয়েছেন, আগরতলায় বেশ কয়েকজন গ্রাহকের টাকা এটিএম হ্যাক করে লুটে নিয়েছিল ওই হ্যাকরা। তারা মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা এবং গুয়াহাটিতেও এটিএম হ্যাক করে অনেকের টাকা লুটে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করার পর সাইবার ক্রাইম শাখার একটি টিম কলকাতায় উড়ে গিয়েছিল তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। দীর্ঘ চেষ্টার পর আজ তাদের কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেসে আগরতলা আনা হয়েছে। দীপঙ্করবাবু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশনে সময়সীমা বাড়ানো হয়নি, ধরপাকড়ে শিথিলতা ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশনে পুনরায় সুযোগ দিয়েছে রাজ্য সরকার। সময়সীমা বাড়ানো না হলেও আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না স্থির করেছে ত্রিপুরা সরকার। বরং ওই সময়ের মধ্যে ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তাঁদের বোঝাবে পরিবহন দফতর।

আজ পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ই-রিক্সায় রেজিস্ট্রেশন খুবই জরুরি। কারণ, যে কোন দুর্ঘটনায় রেজিস্ট্রেশন বিহীন ই-রিক্সার চালক এবং যাত্রীরা বীমা সংস্থার কাছ থেকে কোন সুবিধা পাবেন না। তাতে তাঁদের ভীষণ ক্ষতি হবে। পরিবহন মন্ত্রীর দাবি, রাজ্য সরকার একজন ই-রিক্সার বিরুদ্ধে নয়। কারোর রুজি-রুটিতে আঘাত আসুক তাও চাই না আমরা। কিন্তু, দীর্ঘকাল ধরে বেআইনি ভাবে চলা কোন পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া যায় না। তিনি জানান, ৩১ ডিসেম্বর ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশনের অন্তিম সময়সীমা ছিল। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপাতত রেজিস্ট্রেশন বিহীন ই-রিক্সা চালকদের ধরপাকড় করা হবে না। কারণ, ত্রিপুরা সরকার চাইছে সকলকে বুঝিয়ে ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন করে নেওয়া হোক।

এদিন পরিবহন মন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় প্রায় ৫,৫০০ ই-রিক্সা রয়েছে। তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ১২৪৭টি ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন করেছে। তাছাড়া, আরো ২৩৫০টি ই-রিক্সা টেস্টিং সার্টিফিকেট পেয়েছে। শুধু তাই নয়, অসম থেকে ক্রয় করা ৬০০-৭০০ ই-রিক্সার মডেল অনুমোদিত বলে প্রমান মিলেছে। তাই, ওই ই-রিক্সা বিক্রেতাদের স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ই-রিক্সা চালকদের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ, খুবই অল্প সংখ্যাক ই-রিক্সা এখনো রেজিস্ট্রেশনের কোন উদ্যোগ নেয় নি। তাই, আজ ধরপাকড় শুরু না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, নজরদারি থাকবে, এমনকি রেজিসর্শেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বিবাহিত নাবালিকাকে হোমে পাঠাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বিজ্ঞান যুগের সুশীল সমাজ ব্যবস্থার মানুষজন যতটা শিক্ষিত এবং উন্নত হচ্ছে, ঠিক ততটাই অপরাধ মূলক কাজের প্রবনতা বাড়ছে। ফলে সমাজ ব্যবস্থা ও ক্রমান্বয়ের সাথে কুলষিত হচ্ছে। আর সেটা রাজ্যবাসীর ও অজানার কথা নয়।

এই বিজ্ঞান যুগের আধুনিকতাকে পুঁজি করে এক শিক্ষিত বিবাহিত যুবক জনৈক নাবালিকাকে বিয়ে করে আইনের জালে আটক হল, ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাই গঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডি এম কলোনী এলাকায়। এই খবর দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মা জানান, মাই গঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডি এম কলোনী এলাকার বাসিন্দা বাদল দত্তের পুত্র সুকান্ত দত্ত (২৯) এক পুত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিন্ন রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। এক দেশ এক রেশন কার্ড চালু হলো রাজ্যেও। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই দেশের ১২টি রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। অভিন্ন রেশনিং ব্যবস্থা মেনে দেশের ১২টি রাজ্যে রেশন সংগ্রহ করা যাবে। ত্রিপুরা ছাড়া অন্ধপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, রাজস্থান, গোয়া এবং ঝাড়খন্ডে আপাতত এক দেশ এক রেশন কার্ড ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অবশ্য, দেশের অন্যান্য রাজ্যে এখনই চালু হয়নি নয়া এই নিয়ম।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, যে সব রাজ্যে নয়া রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানে একটি অভিন্ন রেশনকার্ড দিয়ে যে কোনও রেশন দোকান থেকে মালপত্র তুলতে পারবেন গ্রাহকরা। কেন্দ্রের দাবি তাতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। কেন্দ্রের আরও দাবি, ধাপে ধাপে সারা দেশেই অভিন্ন রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

ই-রেশনিং চালুর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে তৃতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম রাজ্য হিসেবে নজির স্থাপন করেছে। তাছাড়া, গত ডিসেম্বরেই রাজ্যে চালু হয়েছে পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম। তাতে, গ্রাহকরা রাজ্যের যে কোন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারছেন। সম্প্রতি খাদ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশীষ বসু জানিয়েছিলেন, জানুয়ারী থেকে সারা দেশব্যাপী পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম চালু হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনীতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর যোগ নেই ঃ বিপিন রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : তিন বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়া এবং সমন্বয় বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ(সিডিএস) গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত।

বুধবার বছর ও দশকের প্রথম দিন দেশের প্রথম সিডিএস হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন বিপিন রাওয়াত। এদিন তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে কাজ করবে সিডিএস। তিনবাহিনীর সক্ষমতার বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য। সিডিএস নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকলেও সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করা হবে। তিন বাহিনী মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে সিডিএস।

রাজনীতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর যে কোনও যোগ নেই, তা সাফ জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী বরাবরই রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে। সরকারের নির্দেশিকা মেনেই কাজ করে বাহিনী। প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা ও সামরিক বিষয়ের প্রধান উপদেষ্টা হলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। এই পদের অধিকারি সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে 'সিঙ্গল পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট' হিসেবে কাজ করবে। ফোর স্টার জেনারেলের পদ মর্যাদার হলেও এই পদে আসীন হওয়া যায়। এদিন দায়িত্বভার গ্রহণের আগে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল, অমর জওয়ান জ্যোতিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন বিপিন রাওয়াত। দেখা করেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে, বায়ুসেনা প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া, নৌসেনা প্রধান করমবীর সিং।

বাজি পুড়ানোকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। কৈলাসহরের মাছ বাজারের পাশেই হরিদাস সরকারের দালান বাড়িতে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত হামলা করে জগন্নাথ সরকার, বলরাম সরকার, প্রাণকৃষ্ণ সরকার, বিকাশ সরকার সহ আরোও কুড়ি পুঁচিশ জন যুবকরা। ঘটনা একত্রিশ ডিসেম্বর রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ। বাজি ফোটানোকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা হয়েছে বলে হরিদাস সরকার জানান।

কৈলাসহরের প্রতিষ্ঠিত শুকনো মাছ ব্যবসায়ী হরিদাস সরকার। মাছ বাজারের পাশেই হরিদাস সরকারের একটি দ্বিতল দালান বাড়ি রয়েছে। দ্বিতল দালান বাড়ির নীচে রয়েছে হরিদাস সরকারের শুকনো মাছের দোকান এবং দালান বাড়ির উপরের অংশে হারিদাস সরকারের ভাই এবং ভাতিজারা বসবাস করেন। একত্রিশ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে রাতে মাছ বাজারের ভিতরে পিকনিক করে জগন্নাথ সরকার, বলরাম, প্রাণকৃষ্ণ, বিকাশ সহ আরোও অন্যান্যরা। রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই জগন্নাথরা বাজি ফোটানো শুরু করে হরিদাস সরকারের দালান বাড়ির সামনেই। এমনকি হরিদাস সরকারের দালান বাড়ির ভিতরেও বোমা ফেলে। তখন হরিদাস সরকারের ভাতিজা এসে বোমা ফাঠানো বন্ধ করার অনুরোধ করা মাত্রই ভাতিজা পঙ্কজ সরকারকে বেধড়ক মারধোর করে নাক ফাটিয়ে দেয়। এরপর হরিদাস সরকারের দালান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় কলেজ ছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ১ জানুয়ারি।। ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবতী। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানার অধীন ব্রহ্মছড়া এলাকায়। মৃতার নাম পূজা দাস। কলেজ পড়ুয়া পূজা বুধবার বিকালে নিজ বাড়ির পাশেই একটি গাছে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। গৌরাঙ্গ গাসের মেয়ে তেলিয়ামুড়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এদিন বিকালে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান বাড়ির লোকজন। সাথে সাথেই তাকে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর মৃতদেহ প্রকাশ্যেই ফেলে রাখা হয়। এই নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে রীতিমতো ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পুলিশ কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ মর্গে রাখার কোনও ব্যবস্থা করেনি আড়াই ঘন্টা যাবৎ।

মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শনে গিয়ে

রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আশীর্বাদ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রবীণদের আশীর্বাদ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ইংরেজি নতুন বছরে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতর পরিচালিত নরসিংগড়ে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শনে গিয়ে প্রবীণদের আশীর্বাদ চেয়েছেন তিনি। প্রবীণদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য, আপনাদের আশীর্বাদধন্য হতেই ছুটে এসেছি।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁদের সমস্যার কথা জেনে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আজ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সাথে নিয়ে ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে কেকও কেটেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের মতো প্রবীণদের আশীর্বাদ কামনা করছি। সেই উদ্দেশ্যেই ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিতে আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করার জন্য ছুটে এসেছি, আবাসিকদের উদ্দেশ্যে বলেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, এই বৃদ্ধাশ্রমের সকলেই সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকুন। নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে হলে বৃদ্ধাশ্রমের ছোটখাটো কাজ যেমন বাগান পরিচর্যা করা, দৈনন্দিন পূজার্চনা করা, হাঁটাহাঁটি, নিজেদের কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা সেগুলি লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি কাজগুলি করা আবশ্যক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার অন্যান্য প্রবীণরা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে যে রকম বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন, ঠিক তেমনি ওই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকগণ বয়স্ক ভাতা পেতে পারেন সে বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার শীঘ্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অন্যান্যদের মতো এখানকার আবাসিকদের ভাতাও সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৮৪ ◻ ২ জানুয়ারি ২০২০ইং ◻ ১৬ পৌষ ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দলিতরা আর কতকাল অবহেলিত থাকিবে

অদ্বৈত মল্ল বর্মন দলিত মানুষের অন্তরের অন্তস্থলের ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই সুবাদে তাহাকে স্মরনীয় করিয়া রাখিবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নানা প্রয়াস জারি রহিয়াছে। ১লা জানুয়ারি অদ্বৈত মল্ল বর্মনের জন্মদিবসে তাহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়াই দলিত সমাজকে সম্মাননা প্রদান করার পথ প্রশস্থ হইতে পারে। দলিত শব্দখানি কর্ণগোচর, কিংবা মর্মগোচর হওয়া মাত্রই তেলেবেগুনে জ্বলিয়ে উঠেন কিয়দংশের ভারতীয় নাগরিক। এই ক্রোধ বড় অকৃত্রিম, খাঁটি। উহারা কেন বড় প্রতিষ্ঠানে পড়িবার সুযোগ পাইবে, কেন চাকুরিক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করিবে, উহাদের লইয়া এত আলোচনা কেন? সার কথাটি—বামন হইয়া কেন চাঁদে হাত দিবে? ইত্যাকার সকল প্রশ্নই ক্রোধের দ্বারা চালিত, ঘৃণার দ্বারা উৎসারিত। ঘৃণা স্বভাবতই বিকৃত, তবে তাহা হিংস্র হইয়া উঠিলে ভয়ানক কদর্যতা প্রকাশ পায়। উদাহরণ, ভিল সম্প্রদায়ের সন্তান হইবার অপরাধে নির্যাতিত হইয়াছিলেন মহারাষ্ট্রের ডাক্তারির ছাত্রী পায়েল তদভি। উদাহরণ, দলিত পরিচিতির কারণে অন্যান্য শাস্তিলাভ করি করিয়াছিলেন হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত পড়ুয়া রোহিত ভেমুলা। পায়েল এবং রোহিত আত্মহননের পথ বাছিয়াছিলেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই পন্থরও প্রয়োজন পড়ে না। ‘উচ্চাসন’-এ বসিয়াথাকা ব্যক্তিরাই সমাজের সম্মান রক্ষার্থে শেষ করিয়া দেয় ‘নিচু’কে-‘অনার কিলিং’। সম্মান রক্ষার্থে হত্যা। উত্তরপ্রদেশের হরদোই-এই অভিশঙ্ক পালও নিহত হইলেন। অসম্মানে শেষ হইয়াছিলেন বহু পূর্বেই, কেবল তাঁহাকে জীবন্ত পুড়াইয়া সমাজ প্রমাণ করিল, এত কাল তিনি মরেন নাই। অসুস্থ মা-কে দেখিতে হাসপাতালে যাইবার পথে অভিশঙ্ককে খাটিয়ায় বাঁধিয়া গায়ে আগুন লাগাইয়া দেয় তাঁহার প্রণয়িনী শিবানী গুপ্তর পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সম্মানরক্ষার্থেই এই কাজ, জানাইয়াছেন পাঁচ অভিযুক্ত। সমাজের উচ্চস্তরে ভেদাভেদ প্রথা স্টষ্টপ্রতীয়মান হইলে নিম্নস্তরে তাহা প্রকটতর হইবেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘটনা ঘটনাবলিতে ফিরিয়ে দেখা যাইবে, গত বৎসর আইআইটি কানপুরে অভিযোগ উঠিয়াছিল,দলিত শিক্ষক সুব্রহ্মণ্যম সান্দেরলা-কে হেনস্থা করিয়াছেন অপর চার শিক্ষক। তবে পায়েল এবং রোহিতের সহিত এই ঘটনাকে জুড়িয়ে আরও একটি ধারা স্পষ্ট হইবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় যেসকল পরিসরকে সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ বলিয়া ভাবা হইত, উহাতেও জাতপাতের কদর্যতা আসলে একই রূপে বর্তমান। বস্তুত, উচ্চশিক্ষার গজদন্তমিনারে নিম্নবর্গের মানুষের ‘অনুপ্রবেশ’ সেই ঘৃণাকে আরও উস্কাইয়া দেয়। এই ঘৃণা পূর্বেও ছিল না। অতএব কেবল অন্যায়কাজ করিয়া ক্ষান্ত দিলে চলে না, বুক বাজাইয়া তাহা বলিয়া বেড়াইতেও হয়। আশার কথা, আইআইটি কানপুরের তদন্ত প্রক্রিয়ায় চার শিক্ষকই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেকেরই শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। উহাদের ভিতর একজন, রাজীব শেখর, আইআইটি (ধানবাদ)-এর অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এতকাল ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই, কেননা তাঁহার নিয়োগে সম্মতি দিয়াছিলেন রাষ্ট্রপতি। শেধাবধি, পূর্বের বিচার অনুসারে শেখরের পদাবনতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। স্মরণে রাখা আবশ্যক, এই ঘটনা ব্যতিক্রমমাত্র। ভারতীয় সমাজে ছড়াইয়া আছেন পায়েল রোহিত অভিশঙ্কের ন্যায় দুর্ভাগারা, যৎসামান্য আলো দেখাইলেও সান্দেরলারা কিন্তু একাই রহিয়া গিয়াছেন। অবশ্য সুস্থ সমাজ গড়িতে হইলে কায়মনোবাক্যে ব্যতিক্রমের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেই হইবে।

পুনরবহালের দাবীতে দুর্গাপুরে ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্লান্টে গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা

দুর্গাপুর, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ৩০ বছর পর নিয়মের জাঁতাকলে কর্মচ্যুত। তার প্রতিবাদে ও পুনরবহালের দাবিতে জ্বালানী গ্যাস বোটলিং প্ল্যান্টের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিল কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা। পরিবার নিয়ে গেটের সামনে বিক্ষোভ। কর্মীদের ঢুকতে বাধা। বন্ধ উৎপাদন। বুধবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হল দুর্গাপুরে ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং (আইওসির) জ্বালানী গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে। আর তার জেরে দক্ষিণবঙ্গে জ্বালানী গ্যাস সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিল।

ঘটনায় জানা গেছে, সম্প্রতি ডিজিআরের নতুন নিয়ম জারি করে অবসরপ্রাপ্ত আধাসেনাকর্মী নিরপত্তা রক্ষী নিয়োগের। সেই মত দুর্গাপুরে আইওসির বটলিং প্ল্যান্টের বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষী জোগান দেওয়া ঠিকা সংস্থার মেয়াদ শেষ হতেই। নতুন নিয়ম লাগু হয়। আর তাতেই বছরের প্রথম দিন থেকে কাজ হারায় ৩৬ জন নিরাপত্তারক্ষী। আচমকা কর্মহীন হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরোনো নিরাপত্তারক্ষীরা। মঙ্গলবার রাত থেকে অবস্থান বিক্ষোভের সঙ্গে মুল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা। কারখানার কর্মীদের ঢুকতে বাধা দেয়। ফলে জ্বালানী গ্যাস বটলিং বন্ধ হয়ে পড়ে। চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্মহীন দীপক সামন্ত জানান,’ গত ৩২ বছর ধরে কাজ করছি। তখন ৫২ জন নিরাপত্তারক্ষী ছিলাম। দৈনিক ৬০ গাড়ী লোডিং হত। এখন ৩৬ জন নিরাপত্তাকর্মীতে ১২০ গাড়ী লোড হচ্ছিল। কোনদিন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তারপরও আজ হঠাৎ করে কেন আমাদের ছাঁটাই করা হল। আমাদের পরিবারের অবস্থা আজ সঙ্কটে। তাই পুনরবহালের দাবীতে আন্দোলন। সুবিচার চাই।’ লক্ষী ঘোষ নামে এক কর্মীর স্ত্রী জানান,’ আমার ছেলে এবারে মাধ্যমিক দেবে। পড়াশোনায় মেধাবী। আচমকা বাবার চাকরি চলে যাওয়ার খবরে প্রভাব পড়ছে তার ওপর। কর্মহীন হওয়ায় অনাহারে মরতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নেই। তাই এর সুবিচার চাইছি।’ আন্দোলনকারীদের দাবী কর্তৃপক্ষ নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

এদিকে লাগাতার জ্বালানী গ্যাস বটলিং বন্ধে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রান্নার গ্যাসে সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ফোনে যোগাযোগ করা হলে আইওসির বটলিং প্ল্যান্টের জিএম শশাঙ্ক মহাপাত্র কোন মন্তব্য করতে চাননি।পুনরবহালের দাবীতে দুর্গাপুরে ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্লান্টে গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা

দুর্গাপুর, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ৩০ বছর পর নিয়মের জাঁতাকলে কর্মচ্যুত। তার প্রতিবাদে ও পুনরবহালের দাবিতে জ্বালানী গ্যাস বোটলিং প্ল্যান্টের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিল কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা। পরিবার নিয়ে গেটের সামনে বিক্ষোভ। কর্মীদের ঢুকতে বাধা। বন্ধ উৎপাদন। বুধবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হল দুর্গাপুরে ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং (আইওসির) জ্বালানী গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে। আর তার জেরে দক্ষিণবঙ্গে জ্বালানী গ্যাস সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিল।

ঘটনায় জানা গেছে, সম্প্রতি ডিজিআরের নতুন নিয়ম জারি করে অবসরপ্রাপ্ত আধাসেনাকর্মী নিরপত্তা রক্ষী নিয়োগের। সেই মত দুর্গাপুরে আইওসির বটলিং প্ল্যান্টের বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষী জোগান দেওয়া ঠিকা সংস্থার মেয়াদ শেষ হতেই। নতুন নিয়ম লাগু হয়। আর তাতেই বছরের প্রথম দিন থেকে কাজ হারায় ৩৬ জন নিরাপত্তারক্ষী। আচমকা কর্মহীন হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরোনো নিরাপত্তারক্ষীরা। মঙ্গলবার রাত থেকে অবস্থান বিক্ষোভের সঙ্গে মুল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় কর্মচ্যুত নিরাপত্তারক্ষীরা। কারখানার কর্মীদের ঢুকতে বাধা দেয়। ফলে জ্বালানী গ্যাস বটলিং বন্ধ হয়ে পড়ে। চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্মহীন দীপক সামন্ত জানান,’ গত ৩২ বছর ধরে কাজ করছি। তখন ৫২ জন নিরাপত্তারক্ষী ছিলাম। দৈনিক ৬০ গাড়ী লোডিং হত। এখন ৩৬ জন নিরাপত্তাকর্মীতে ১২০ গাড়ী লোড হচ্ছিল। কোনদিন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তারপরও আজ হঠাৎ করে কেন আমাদের ছাঁটাই করা হল। আমাদের পরিবারের অবস্থা আজ সঙ্কটে। তাই পুনরবহালের দাবীতে আন্দোলন। সুবিচার চাই।’ লক্ষী ঘোষ নামে এক কর্মীর স্ত্রী জানান,’ আমার ছেলে এবারে মাধ্যমিক দেবে। পড়াশোনায় মেধাবী। আচমকা বাবার চাকরি চলে যাওয়ার খবরে প্রভাব পড়ছে তার ওপর।

বিজেপি নেতাদের নানা আত্মম্ভরী বক্তব্য নাগরিকত্ব ইস্যুতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে

শান্তনু রায়

সংসদে ভোটাধিক্যে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব বিলটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে আইনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যেও আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে। অবরোধ, বিক্ষোভ, ট্রেনে আগুন, স্টেশন ভাঙচুর ও গণপরিবহণের বাসে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। এই আইনের পক্ষে বিপক্ষে দুইপক্ষই রাজপথে। মিছিল পাল্টা মিছিলে ছয়লাপ। দিল্লিসহ ভারতের অন্যান্য অনেক শহরও আজ উত্তাল-ইতিমধ্যে কমপক্ষে তিরিশটি প্রাণহানিও ঘটে গেছে। একথা সত্য যে, অসমে অনআরসিতে ১২ লক্ষাধিক হিন্দু নাম বাদ যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বিলটি তড়িঘড়ি পাশ করিয়ে নেওয়া বিজেপির মুখরক্ষার পক্ষে হয়ত ছিল খুবই জরুরি। তবে সময় নির্বাচনে অতি আত্মবিশ্বাসজনিত হঠকারিতা ছন্নছাড়া বিরোধী দলগুলিকে সংঘবদ্ধ হতে সুযোগ এনে দিল কিনা সে বিচারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই তিন তালাক রদ আইন এবং কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটিকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে কাশ্মীর রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রণয়ন করার পর স্বপ্ন সময়ের ব্যবধানে এই নাগরিক সংশোধনী বিলটি এবার রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত শীর্ষ আদালতের অযোধ্যা মামলার রায়ও ওই বিবাদে শাসকদলের ঘোষিত কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে, যদিও এবিধ ঘটনাবলিতে দেশের এক জনগোষ্ঠীর একাংশ অখুশি। এমন আবহে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি তাড়াহুড়ো করে বর্তমান অধিবেশন আনা সময়োচিত বা বিজ্ঞজনোচিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর নয় প্রতিক্রিয়াজনিত ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে। দলীয় নেতৃবৃন্দের একাংশের ব্যাপারে অবিন্যস্ত হঠকারী আত্মম্ভরী মন্তব্যও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে ক্ষতিকারক হয়েছে কিনা সে বিচার বিবেচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। অন্যদিকে লোকসভা অপ্রাসঙ্গিক নয়। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনে ফলাফলে হতবাক, হতাশ এবং ম্রিয়মান বিরোধীরা এই ইস্যুটিকে কাজে লাগিয়ে আবার গা গরম করে নিতে চাইছেন এই সুযোগে শাসকদলকে এক জোর ধাক্কা দিতে। সদ্যসমাপ্ত ঝাড়খণ্ড বিদানসভা নির্বাচনে বিজেপির সর্বাত্মক প্রচার সত্ত্বেও পরাজয়ে অনেকে এনআরসি ও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিক্রিয়াজনিত প্রভাবও অনুমান করছেন।

বিলটি সংসদের এ অধিবেশনে পেশ হবে সংবাদেই অসমে আবার বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসম, ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অবরোধের আগুন জ্বলেছিলস যদিও অবশিষ্ট ভারত থেকে ভিন্ন কারণে বসবাসকারী উদ্বাস্তু বাঙালির নাগরিকত্ব অর্জন কিঞ্চিৎ সহজ হলেও স্থানীয় ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার কল্পিত আশঙ্কায় তা আপাতত কিঞ্চিৎ নির্বাপিত।

প্রশ্ন উঠছে, যাদের প্রাণ কাঁদে শ্রীলঙ্কা, মায়ামার বা পৃথিবীর অন্যত্র বাস্তুহারদের জন্য, তাদেরও কিন্তু প্রতিবেশী দেশের নির্যাতিতদের, যারা একসময় অবিভক্ত ভারতবর্ষেরই বাসিন্দা ছিল, আশ্রয় দিতে আপত্তি ‘ভূমিপুত্র’ (?)-দের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এই অজুহাতে।

প্রসঙ্গত কিছু রাজনৈতিক দল এবং অন্য কোনও কোনও মহলও মূল আইনের সংশোধনীর বিরোধিতায় বলেছেন এতে ‘সাম্প্রদায়িক বিভাজনের’ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে কারও আপত্তি থাকতেই পারে, সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভও সংগঠিত হতে পারে সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকার অনুসারে। কিন্তু হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সংশয় জাগতে পারে এই হিসাত্মক আন্দোলন কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত আর কতটা বাঘের পিঠে হওয়ার হওয়া রাজনৈতিক শক্তির মদতে। অন্যদিকে জনমতকে সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে ক্রমাগত যেভাবে প্রচার চলেছে, তা দেখে মনে হচ্ছে অনেকেরই সংশোধনীটি কিংবা মূল নাগরিকত্ব আইনটি পড়ে দেখার সুযোগ ঘটেনি। অনেকেরই মনে হচ্ছে এই আইনের (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন) ফলে ভারতের সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকত্ব আইন পাল্টে যাবে এবং এরপর ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে ভারতের নাগরিকত্ব ইত্যাদি।

কিছু পত্রপত্রিকায়ও প্রচার চলেছে যে প্রস্তাবিত সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক এবং বিলটি ‘অস্পষ্ট, অন্যায় ও অসাংবিধানিক’ কারণ এ সংশোধনী সংবিধানের ১৪ ধারার পরিপন্থী। আইনটির সংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই---পরবর্তী শুনানি ২২ শে জানুয়ারিতে। শীর্ষ আদালতের সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হলে নিশ্চয়ই সংশোধিত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা পর্যালোচিত হবে। তবে ইতিমধ্যে একবারদেখে নেওয়া যেতে পারে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের লোকসভায় পেশ হওয়া প্রস্তাবিত সেই সংশোধনটি। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করতে চেয়ে এই বিলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের সংস্থান করে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী ওই সকল দেশের দেশত্যাগী শরণার্থীরা নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং ওই ব্যক্তিকে এগারো বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর একটানা বসবাসের প্রমাণ দাখিল করলেই হবে।

এর ফলে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা বাঙালি হিন্দু শরণার্থীদের একাংশ কিঞ্চিৎ উপকৃত হবেন বলে অনুমান করা যায়।

কিন্তু এই সংশোধনের ফলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনানুযায়ী অন্য দেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের এগারো বছর এদেশে স্থায়ী বসবাসের ভিত্তিতে এদেশের নাগরিকএত্বর জন্য আবেদনের অধিকার কোনওভাবেই খর্ব হচ্ছে না। এমন যে কেউ, এমনকী মুসলিমরাও ইচ্ছে করলে যথারীতি আগেকার মতোই আবেদন করতে পারেন তবে তাদের এদেশে ১১ বছর থাকার শর্ত পূরণ করতে হবে। সংশোধনী আইন বাংলাদশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা অমুসলিম শরণার্থীদেরক্ষেত্রে এই ১১ বছরের শর্ত কমিয়ে ৫ বছর করা হয়েছে মাত্র, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের দেওয়া আশ্বাসমতো জানুয়ারি মাসে লোকসভায় পেশ হওয়া বিলটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত করে ইনারলাইন পারমিট চালু থাকা রাজ্যগুলি---অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও এখন মণিপুর এবং ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকাগুলিকে প্রস্তাবিত আইনের বাইরে রাখা হয়েছে, প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আশঙ্কা দূর করে সেখানকার ভাষা-সংস্কৃতি পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিতে মান্যতা দেওয়ার লক্ষ্যে। অর্থাৎ প্রধানত এরাজ্য, অসম ও ত্রিপুরার সমতলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের একাংশ সুবিধার সুযোগ নিতে পারেন এই আইনে। তবু এ বিল সংসদে পেশ করার সংবাদেই অসম এবং ত্রিপুরা বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে, চলছিল বন্ধ হিংসাত্মক কার্যকলাপ। যদিও সংসদে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংসদরা বিতর্কে এবং ভোটদানে বিলের পক্ষেই মত দিয়েছেন, তবুও উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য কিছু এলাকায় ক্ষোভের উগ্রপ্রকাশ হয়েছে নিছক বাঙালি উদ্বাস্তু বিরোধী মনোভাব থেকে, কারণ প্রস্তাবিত পরিমার্জিত সংশোধীনতে উপরোক্ত রক্ষাকবচ সন্নিবেশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষোভের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়।

এই আইনের দ্বারা অত্যাচারিত উদ্বাস্তু হয়ে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দানের মাধ্যমে তাদের অনুপ্রবেশকারীদের থেকে পৃথক এবং বৈধ স্বীকৃতির এক প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র, এর সঠিক বাস্তবায়ন কীভাবে কতটা সম্ভব, বিরুদ্ধবাদী প্রতিবেশে সে চিন্তা যদিও থেকেই যায়। তবে সংশোধিত আইনে ডেটলাইন হিসেবে ২০১৪ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের উল্লেখ থাকলেও এই আইনের ফলে প্রতিবেশী দেশ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীর এদেশে আশ্রয় নেবার প্রবণতা বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী ফলাফলে চিন্তান্বিতও অনেকে।

কিন্তু এই প্রস্তাবিত আইনটিতে অন্যায় ও অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে বিতর্ক উঠতেই পারেয প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি ভারতের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য, যারা নাগরিক নন বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তারা এর দাবিদার হতে পারেন না। আবার আন্তর্জাতিক আইনে নির্ধারিত উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা কোনওভাবেই শরণার্থীর সমগোত্রীয় হতে পারে না।

১৯৬৭-এর নিউইয়র্ক সম্মেলনে সংশোধিত ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রসংঘের সনদের অনুচ্ছেদ-১ এর শরণার্থীর সংজ্ঞা অনুযায়ী- refugee is a person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality membership of a particular sovial group of political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilinh to avail himself of the protection of that country, or who,not having a nationality and being outside the country of his foemer habitual residense as a result of such events, ia unable of owing to such fear, is unwillinh to retum to it.

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীতে যে ভিনদেশি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ আছে সেখানে সেই জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগরিষ্ঠ যাদের স্বাভাবিক কারণেই এর আওতায় রাখা হয়নি, এ অনুমানে যে তাদের কোন ও ধর্মীয় নির্যাতনের পরিস্থিতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু খুবই ব্যতিক্রমী এমন ঘটনা (লেখিকা তসলিমা নাসারিনের বাংলাদেশ থেকে নির্বাসন) ঘটলেও মূল আইনেই তারা নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ আইনটি কোনওভাবেই নেতিবাচক নয়, এ যাবৎ অর্জিত সাংবিধানিক অধিকার কারও ক্ষেত্রেই খর্ব হচ্ছে না এ সংশোধনী দ্বারা। বরং ২০০৫ এর সংশোধনীতে কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক অনুবিধি ছিল। তবু সরকারের বর্তমান পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য যে নিছক ধর্মীয় বিভাজন ও হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে বা এদেশ মুসলিমশূন্য করা ---শিক্ষিত মনেও এমন ভাবনা ও এর প্রচার নিছক কি অজ্ঞতাজনিত?

সমস্যা এই যে নাগরিকত্ব আইন বা নাগরিকপঞ্জির খুঁটিনাটি না জানাদের,হ্যাঁ ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে, তো মহাল্লার মাতব্বররা ও রাজনৈতিক দাদারা যাদের অনেক আইনটি উল্টেও দেখেননি তারা কিংবা অন্য যারা ‘সত্য’ প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আইনটিকে নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী যা বোঝাবেন তার বাইরে জানা সম্ভব বা ‘উচিত’ নয় যে, এই সংশোধনীর পরেও এ যাবৎ বলবৎ নাগরিকত্ব আইনের বলে অর্জিত অধিকার কোনওভাবেই খর্ব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে এমন সংবেদনশীল ইস্যুতে সরকারের গুরুদায়িত্ব জনসাধারণকে আইনটির তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করানোর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। কারণ ঘরপোড়া গরুর তো সিঁদুরে মেঘ দেখলে বিভ্রান্তি জাগে বিশেষত অসমে এনআরসি’র ফলাফলে ভোগান্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে অর্ধসত্য প্রচারের পরিপেক্ষিতে। সরকারি আশ্বাসে বলা হয়েছে, সংশোধিত আইনটি কারও অধিকার হরণে নয়, বরং নিপীড়িত হয়ে প্রাণভয়ে সঙ্কিত দেশান্তরী একক জনগোষ্ঠীর দুর্দশা উপশমে একটু সহায়তা দেওয়ার জন্য। এতে তো এপার বাংলার বা ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের শঙ্কিত হবার কারণ নেই। আইনটি থেকেও আপাতভাবে বোধগম্য নয় যে (যে ধর্মালম্বীই হোন) বিতাড়িত হতে হবে।

বাস্তব সত্য যে দেশের পূর্ব প্রান্তের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বারংবার নিপীড়নের অত্যাচারের ঘটনাবলির ফলে সেখান থেকে ক্রমাগত শরণার্থী আগম ঘঠেছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে, বহুলাংশে এরাজ্যে এবং কিছুটা অসম ও ত্রিপুরায় এবং যৎসামান্য মেঘলয়ে চাপ পড়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যার।

আবার এও সত্য শরণার্থী ছাড়াও নাশকতা চোরচালান ইত্যাদি অসদুদ্দেশ্যে একশ্রেণির নিয়মিত অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটছে যা এদেশের জনমানসে নিরাপত্তাজনিত কারণে এক অবিশ্বাসের ও বিরূপতার বীজ বপন করেছে।

যারা দৈনন্দিন গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ করছে ভারতের জনবিন্যাসকে পরিবর্তিত করার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছাড়াও বেআইনি ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য এবং জঙ্গি কার্যকলাপ ও পাচার চক্রের মতো অসৎ উদ্দেশ্যে, তাদেরকেও আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেওয়া দাবির ফল যে এক আত্মঘাতী পরিণতি তা অনুমেয় খাগড়াকাণ্ডের পর। বলা বাহুল্য শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারী আইনের দৃষ্টিতে কখনই এত হতে পারে না। কিন্তু এই আইনের প্রতিক্রিয়ায় সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের সহায়কাকর্মে লিপ্ত চক্রদের রমরমা হ্রাস পেতে পারে। এ সত্য বিস্মৃত হয়ে একটা শক্তি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে গিয়ে বিভ্রান্ত করছেন ও উসকানি দিচ্ছেন একথা জেনেও যে গত প্রায় সত্তর বছরে চরম নিরাপত্তাহীনতায় যারা উদ্বাস্তু অভিধাপ্রাপ্ত হয়ে কী পরিস্থিতিতে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে মানসম্ভ্রম নিয়ে প্রাণে বাঁচতে সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা আর অনুপ্রবেশকারীরা একই পদবাচ্য নয়। অনেকে বলছেন, পাশাপাশি ভূখণ্ড, অনেকটাই একই ভাষাভাষী, উন্নততর জীবনযাত্রার লোভে অধিক অর্থকরী জীবিকা অর্জনের জন্য এদেশে আসতেই পারে—এতে দোষ কোথায়? প্রতিযুক্তিতে বলা যায়---নিশ্চয়ই আসতে পারে কিন্তু তার একটা বৈধ পদ্ধতি আসে। সেসব নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে অন্য দেশে প্রবেশ এবং অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কী অধিকার থাকবে না তা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের?

সংবিদান অনুযায়ী রাষ্ট্র তার সব নাগরিকের প্রতি বৈষম্যহীন সমান আচারণ করবে এই সাংবিধানিক অনুজ্ঞার সঙ্গে বূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিব্রজনে আসা করা নাগরিকত্ব পেতে পারে এ নির্ধারণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এক করে দেখা অন্যায় ও ভ্রান্ত, অথচ কৌশলে এই দুটি বিষয়কে আজ গুলির দিতে সচেষ্ট কোনও কোনও মহল। কিন্তু উল্লেখ্য প্রায় ষোল বছর আগে রাজ্যসভার বিরোধী নেতা হিসেবে মনমোহন সিংও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেবার আর্জি জানিয়ে বলেছিলেন--- দেশবাগের পর বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতেও সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্যাতনের শিকার হয়ে যাঁরা এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের প্রতি নৈতিক কর্তব্য আছে বারত রাষ্ট্রের। দুর্ভাদ্য আছ নিছক রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় হয়ত ভিন্ন সুর।

প্রসঙ্গত ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারায় যেমন সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনই সেখানে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিবাজন তত্ত্বেরও উল্লেখ আছে। সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদেরও অর্থ নয় যে অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। বৈধ উদ্দেশ্যে শ্রেণিবিভাজনের সংবিদানপ্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই সরকার প্রয়োজন করতে সচেষ্ট হয়েছেন নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে।

লোকসভায় বিলটি পাশ হওয়ার পর বিশিষ্ট সংবিদান বিশেষজ্ঞ সুভাষ কাশ্যপ বলেছেন Several judgement of the Supreme court have said that reasonable classi fication is permissible and of the classi fication is reasonable then there is no violation of fundamental right. The question will be whether the classifica tion between infilrators and refugees is reasonable, If that classification is reasonable then there will be no violation of Art-14.

প্রসঙ্গত প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত করে শ্রেণিবিভাজনে যে রাষ্ট্রে বৈধ সাংবিধানিক ক্ষমতা আচে এর সপক্ষে শীর্ষ আদালতের বিভিন্ন রায় যেমন আছে তেমনই তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ও পূর্বনজির হল তফশিলি জাতি -উপজাতি ও অন্যান্য কিছু শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন। সামাজিকভাবে দুর্বল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে বিশেষ কিছু বাড়তি সুবিধাদানের মাধ্যমে প্রাগ্রাসর শ্রেণির সম সামাজিক অবস্থানে পৌঁছনোর এক সুযোগ করে দিতেই এই আইন প্রণীত হয়েছিল একটি বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে। অনরূপ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাখলে এই অনুসিদ্ধান্তে আসা কি অন্যায্য যে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ আকস্মিক কিন্তু স্থায়ীবাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে বাধ্যতামূলক দেশান্তরী এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর অসহায় মানুষদের একটু বাড়তি সুবিধা (অন্যদের বঞ্চিত করে নয়) দিতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটিও সংবিধানের মূল সুরের বিপরীত নয়। মনে রাখতে হবে, দেশভাগের ফলে যদি কোনও একটি জাতি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সে হল বাঙালি হিন্দু। তাদের অনেকেই কেবল ভৌগোলিক অধিকার হারায়নি, হারিয়েছে সুস্থ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা, হারিয়েছে সুস্থ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা, অস্তিত্বেরনিরাপত্তা একটু নিরাপদে বেঁচে তাকার জন্য যাযাবরের মতো দেশ থেকে দেশান্তরে, বাংরবার আস্তানা বদল করে যেতে হয়েছে তাদের। এতদিন অবেহেলাপ্রাপ্ত ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত এরা কি একটু বিশেষ সুবিধা পেতে পারে না। যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাসের ছত্রছায়ায়?(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলায় অদ্বৈত মল্লবর্মন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ঘুষের অভিযোগে রাজস্ব কর্তাকে গ্রেফতার করল সিবিআই

লুধিয়ানা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ২৫ লক্ষ টাকা ঘুষের মামলায় ডাইরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) চন্দ্র শেখরকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। চন্দ্র শেখর বর্তমানে লুধিয়ানায় ডিআরআই-এর এডিজি। সেই ঘুষের টাকা যাঁর মাধ্যমে রাজস্ব-কর্তা চন্দ্র শেখরের হাতে পৌঁছেছিল বলে অভিযোগ, গ্রেফতার করা হল সেই মিডলম্যান-কেও। সিবিআই সূত্রের খবর, জেরায় ওই মিডলম্যানই জানিয়েছেন, ঘুষের টাকা তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন চন্দ্র শেখরের হাতে। মিডলম্যানের সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই চন্দ্র শেখরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই অফিসারদের ধারণা, ঘুষের পরিমাণ তার চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল। তবে টাকাটা হয়তো এক বারে না দিয়ে কয়েকটা কিস্তিতে চন্দ্র শেখরকে দেওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল একটি কিস্তিতে।

বছরের প্রথম দিনেই রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১৭

কলকাতা,১ জানুয়ারি (হি.স): বছরের প্রথম দিনেই রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৭ জনের। বর্ধমানের গলসিতে বাড়ির উপর উল্টে গেল বালি বোঝাই ট্রাক। দুই শিশু-সহ একই পরিবারের পাঁচ জনের মৃত্যু। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ইসলামপুর থানার অফিসার সফিকুল ইসলাম। উত্তর দিনাজপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ৫ জনের। জলপাইগুড়িতে ৩ জনের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এবং বীরভূমের রামপুরহাটে পথ দুর্ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। কলকাতার বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে মৃত্যু হয়েছে এক তরুনের। আবার যতিন্দ্র মোহন আভিনিউতে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মারা যান এক পথচারী।

বুধবার ভোররাত তখন দু'টো। অভিযোগ দামোদরের বালি খাদ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তুলে একটি ট্রাক যাচ্ছিল শিকারপুর থেকে গলসির দিকে। রাস্তার পাশে রয়েছে ঝুপড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই ঝুপড়ির একটি বাড়ির উপর উল্টে যায় ট্রাকটি। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় আড়াই বছরের শিশু আবীর মণ্ডল সহ পাঁচ জন। ঘটনার পর পালিয়ে যায় ট্রাক চালক।

খালাসিকে আটকে গণপিটুনি দেওয়া অভিযোগ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। এমনকি, রাতেই প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় বালিঘাটে চার থেকে পাঁচটি জেসিবি, দুটি ডাম্পার, দুটি ট্র্যাক্টর, তিনটি মোটরসাইকেল এবং বালিঘাটের অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ গিয়ে, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাক মালিক মেমারির বাসিন্দা।

নতুন বছরের প্রথম দিনে উত্তর দিনাজপুর জেলায় পথের বলি পাঁচ। এরমধ্যে মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিভিক ভলানটিয়ার কামরুল হককে সঙ্গে নিয়ে ডালখোলার দিকে আসছিলেন ইসলামপুর থানার অফিসার সফিকুল ইসলাম। পুলিশ জানিয়েছে, চাকুলিয়ার কাছে মজলিশপুরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান কামরুল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় সফিকুলের। এছাড়াও জেলায়

ছয়ের পাতায়

নতুন বছরের সন্ধ্যা বাড়তেই ভিড় বাড়ছে নিউ মার্কেট পার্কস্ট্রিট চত্বরে

কলকাতা,১ জানুয়ারী (হি.স.):বর্ষবরণের আনন্দে মাতোয়ারা শহরবাসীউনতুন বছরকে স্বাগত জনিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেই আমেজ চেটে পুটে নিচ্ছে সকলেউবছরের প্রথম দিনেও উপচে পরা ভিড় নিউ মার্কেট পার্কস্ট্রিট চত্বরেউসন্ধ্যা বাড়তেই বাড়ছে ভিড়।

বর্ষবরনকে কেন্দ্র করে গতকাল জনজোয়ারে পরিনত হয়েছিলউশুধু কালই না নতুন বছরের প্রথম দিনেও উপচে পরা ভিড় নিউ মার্কেট পার্কস্ট্রিট চত্বরউ ক্রিসমাস ট্রি, আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল পার্ক স্ট্রিট।বর্ষবরনকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে পার্কস্ট্রিট চত্বরউ রঙিন আলোয় সেজেছে পার্কস্ট্রিটের নিউ মার্কেট ওলি গলিউআলোর রোশনাই দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন

পার্কস্ট্রিটেউরাস্তার দু-ধরে নেমেছে দর্শনার্থীদের ঢলউমাথায় টিয়ার পরে অনকেই ভিড়ের মাঝেই দিচ্ছে নানানপোসউআবার কেউ বিশ্বাসী নিজস্বীতেইউউপচে পরা ভিড় পার্কস্ট্রিটের রেস্তোরা গুলোতেওউনতুন বর্ষকে বরন করতে ফেস্টিভ মুডে শহরবাসী।

সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত সংলগ্ন সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বুধবার প্রত্যাহার করল বাংলাদেশ টেলিকম্যুনিকেশন নিয়ন্ত্রক কমিশন (বিটিআরসি)। দুদিন আগে এই সিদ্ধান্তের পিছনে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়েছিল ওই নিয়ন্ত্রক সংস্থা। রবিবার, তাদের কাছে নির্দেশ এসেছিল, সীমান্তবর্তী ২০০০টি বেস ট্রান্সরিসিভার স্টেশন বা বিটিএস (বিটিএস)-এর নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখতে হবে। ফলে সীমান্তবর্তী দুই দেশের ৩২টি জেলার প্রায় এক কোটি মানুষ বিপদে পড়েন। প্রভাবিত হয় বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের গ্রামগুলিও। বুধবার বছরের প্রথম দিনে ফের ওই এলাকার মোবাইল পরিষেবা ফিরিয়ে দিতে, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে আর্জি জানায় বিটিআরসি। সেই সংস্থার চেয়ারম্যান জাহারুল হককে উদ্ধৃত করে একথা জানিয়েছেন। মূলত সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের আঁচে যাতে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ না ঘটে, সেটা আটকাতেই মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, দেশের হিতের জন্য এই নির্দেশ। তাই পরবর্তী নির্দেশিকা না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা। সেদিন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে এমন নির্দেশ দিয়েছিল বিটিআরসি।

বিজেপিকে আরশোলার সঙ্গে তুলনা করলেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি.স): আগামী ৩ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় কলকাতা, দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলোর পর এবারে উত্তরবঙ্গে আন্দোলন তীব্র করতেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের এই সফর। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি মোড় থেকে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বছরের প্রথমদিন বুধবার মিছিল নিয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। পরে মাল্লাগুড়ি মোড়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মাল্লাগুড়ি মোড়ে মিছিল শুরুর আগে বক্তব্য রাখবেন তৃণমূল নেত্রী। গোটা শহর মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তৃণমূলের দলীয় পতাকায়। বুধবার প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বিজেপিকে আক্রমণ করেন। মন্ত্রীর কটাক্ষ, আরশোলাও অনেক সময় ওড়ে। কিন্তু আরশোলাকে পাখি বলা হয় না। বিজেপির মিছিল প্রসঙ্গে আক্রমণ করেন পর্যটনমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, মিছিলে লক্ষাধিক লোকের জমায়েত হবে। দার্জিলিং এবং লাগোয়া জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি এলাকা থেকে মিছিলে যোগ দেবেন প্রচুর মানুষ। পাহাড় থেকেও প্রচুর লোক আসবে।

অন্যদিকে মন্ত্রীকে পালটা খোঁচা বিজেপির শিলিগুড়ি জেলা সভাপতি প্রবীন আগরওয়ালের। তিনি বলেন, বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। কে আরশোলা তা লোকই জানে। মন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দাও করেন তিনি। ইতিমধ্যে নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে পানাগড়ে রাস্তা অবরোধ বিজেপির

দুর্গাপুর, ১ জানুয়ারী(হি.স.): দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ। আর তার প্রতিবাদে পানাগড় বাজারে রাস্তা অবরোধ করল বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। রাস্তার ওপর আগুন ধরিয়ে চলে অবরোধ। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় জানা গেছে, বুধবার গলসীর শিকারপুরে বালির লরি উল্টে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপি। এদিন শিকারপুর গ্রামে ক্ষতিপুরণের দাবীতে মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। যার নেতৃত্বে ছিল বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক রমন শর্মা। দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় নেতৃত্বে থাকা রমন শর্মা ও তার এক সহকর্মীর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত রমনবাবু জানান,' তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা হামলা চালায় আমাদের দুজনের ওপর। আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রানে মারার তাদের পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ কোনভাবে উদ্ধার করে।' তিনি বলেন,' অন্য রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপুরণের দাবীতে সরব হয়।

এখানে বালির গাড়ীতে যেভাবে ৫ জনের প্রানহানি হল কেন ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে না? ওই দাবীতেই আন্দোলন চলছিল।' হামলার পরই রমন শর্মাকে কাঁকসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে পানাগড় বাজারে পুরোনো জিটি রোড অবরোধ করে বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা। রাস্তার ওপর আগুন ধরিয়ে চলে বিক্ষোভ। অবরোধকারীদের দাবী, হামলায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।' ঘন্টাখানেক অবরোধের পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এবং অবরোধ তুলে নেয়।

বছরের প্রথম দিনে গ্রামের মানুষকে আনন্দ দিতে এলাকার যুবকদের উদ্যোগ

বাসন্তী, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : সুন্দরবনের অন্যতম পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার উত্তর মোকামবেরিয়া গ্রাম। মুলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এই গ্রামে। এলাকার কিছু মানুষ এই দরিদ্র গ্রামবাসীদের মুখে বছরের প্রথম দিন একটু হাসি ফোটাতে, তাদেরকে একটু আনন্দ দিতে বিগত ৫৭ বছর ধরে নানা ধরনের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। এ বছর ও তার অন্যথা হয় নি।

৫৭ বছর আগে এলাকার কয়েকটি পরিবার এই উদ্যোগ নেন প্রথম। সেই থেকেই চলে আসছে। গ্রামের দুঃস্থ থেকে শুরু করে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনকে একদিন একসাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এই খেলাধুলায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অংশগ্রহণ করেন। জয়ীদের হাতে পুরস্কার ও তুলে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।

প্রতি ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। খেলাধুলা শেষে সকলে মিলে একসাথে খাওয়া দাওয়া ও হয়। এই অনুষ্ঠান করে যেমন উদ্যোক্তারা খুশি, তেমন অংশগ্রহণকারীরাও যথেষ্ট খুশি। অন্যতম উদ্যোক্তা দেবব্রত সরদার বলেন, " আমাদের বাবা কাকারা এটা শুরু করেছিল, আমরা চেষ্টা করছি সেই পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখতে। সকলকে অন্তত বছরের একটা দিন আনন্দ দিতে পেরে আমরা খুশি"।

বুধবার অডিও গাইড পরিষেবার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায়। ছবি- নিজস্ব।

লাভ আজ কাল পরশু'-র আমজে গা ভাসালানে অর্জুন-মধুমিতা

কলকাতা,১ ডিসেম্বর (হি.স.):টলিপাড়ায় ফের আগমন ঘটলো নয়া জুটির উ পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্তর নতুন ছবি 'লাভ আজ কাল পরশু'-র হাত ধরে অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীর সাথে জুটি বাঁধলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারউ বছরেরে শুরুতেই মুক্তি পেল 'লাভ আজ কাল পরশু'-র টিজারউ

'লাভ আজ কাল পরশু' ছবিতে অর্জুনের বিপরীতে দেখা যাবে মধুমিতা সরকারকেউ ছবিতেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা মিলবে অভিনেত্রী পাওলি দামেরও উ প্রথমে 'লাভ আজ কাল পরশু'-র ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল যিশু সেনগুপ্তরউ কিন্তু পরে যিশুর জায়গায় নেওয়া হয় অর্জুন চক্রবর্তীকে উ 'লাভ আজ কাল পরশু' ছবির নামের মধ্যেই লাভ রয়েছে তাই ছবির গল্প অবশ্যই আবর্তিত হবে প্রেমের ভালবাসাকে কেন্দ্র করেউ তবে প্রেমের গল্প হলেও ছবিতে থ্রিলারেও আঁচ পাওয়া যাবে তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে টিজার থাকেই উ সব ঠিক থাকলে ভ্যালেন্টাইন ডে অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাবে 'লাভ আজ কাল পরশু'

বর্ষবরণের রাতে গ্রেফতার ১ হাজার ৩০৪ জন

কলকাতা,১ জানুয়ারি (হি.স): বুধবার ভোর রাত পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের প্রায় ৫ হাজার বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় বছর শেষের রাত কেটেছে মোটের উপর শান্তিতেই। বর্ষবরণের রাত যাতে নিরাপদে এবং শান্তিতে উদযাপিত হতে পারে শহরে, সেই উদ্দেশ্যে শহরের সমস্ত থানা এবং ট্রাফিক গার্ডের যৌথ সমন্বয়ে রাতভর কলকাতা পুলিশের তরফে চলে তল্লাশি-অভিযান। প্রায় পাঁচ হাজার পুলিশ কর্মী ৩১ ডিসেম্বর বিকেল চারটে থেকে পয়লা জানুয়ারি ভোর চারটে পর্যন্ত রাস্তায় থাকলেন অতন্দ্র প্রহরায় পদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে। টানা বারো ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাঁচ হাজার অফিসার-কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শহর কাটিয়েছে বর্ষবরণের রাত।

তবে গোটা রাতে অভব্যতা, মদ্যপান করে গাড়ি চালানো বা মহিলাদের কটূক্তি করার মতো বিভিন্ন ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১ হাজার ৩০৪ জনকে। ওই দুই দুর্ঘটনার বাইরে সারা শহর জুড়ে পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানায় পাকড়াও করা হয়েছে ১৪৮ জনকে। অভব্যতার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৬৩ জনকে। মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জন্য মামলা করা হয়েছে ১৮৮ জনের বিরুদ্ধে। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে ৩৬ জনকে। মোটরবাইকে তিনজনের বেশি আরোহী নিয়ে ট্রাফিক আইন ভাঙার দায়ে ৬৫৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। হেলমেটহীন অবস্থায় বাইক চালানো রুখতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। বিনা হেলমেটে বাইক চালানোর দায়ে ১২৮৯ জনের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে নির্দিষ্ট ধারায়। পার্ক স্ট্রিট সহ বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের সঙ্গে অভব্যতা করার জন্যও বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।তবে একটি ঘটনায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় এক অভিযুক্ত। রাত ১টা ৫ মিনিট নাগাদ ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছে একটি গাড়ি থেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক তরুণীর উদ্দেশে অশালীন ইঙ্গিত করেন কয়েক জন যুবক। অভিযোগ, গাড়িতে থাকা ওই যুবকরা ওই তরুণীর গায়ে হাত দেওয়ারও চেষ্টা করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ওই গাড়িটি পালিয়ে যায়। নিউ মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। পুলিশ ওই গাড়ি এবং তার সওয়ারিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।

অস্ট্রেলিয়ায় তাপপ্রবাহে বেড়েছে দাবানলের ভয়াবহতা

সিডনি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় গত সোমবার থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।নিখোঁজ হয়েছে আরো দুইজন।পুড়ে গেছে ২ শতাধিক বাড়ি।

নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে ৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভিক্টোরিয়ায় নিহত হয়েছে আরেকজন। তবে আপাতত পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হওয়ায় ভিক্টোরিয়ার বন্ধ থাকা প্রধান সড়কটি বুধবার মানুষের সরে যাওয়ার সুবিধার্থে দুই ঘণ্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তারপরও আগুনের করাল গ্রাসের কবলে পড়া কয়েকটি এলাকায় এখনো রয়ে গেছে অনেক মানুষ। তারা আগুন থেকে বাঁচতে মঙ্গলবার সৈকতে ছুটে যাওয়ার পর সেখানেই আটকা পড়ে আছে। পুলিশ তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে। সর্বশেষ ৮ জনের মৃত্যু নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এ যাবৎ দাবানলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ জনে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ সপ্তাহে পুড়ে যাওয়া বাড়িঘরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার ইস্ট গিপসল্যান্ডে ৪৩টি বাড়ি এবং নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে ১৭৬ টি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। পুলিশ মেলবোর্নের প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভিক্টোরিয়ার সানবারিতে আগুনের সতর্কতা জারি করেছে এবং মানুষজনকে জায়গাটি থেকে সরে যেতে বলেছে। ফায়ার সার্ভিস সতর্ক করে বলেছে যে,তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। আগুনের কবলে পড়া অনেকের কাছেই নতুন বছরের শুরুটা দুঃখ বয়ে এনেছে। আগামী দিনগুলোতে বিশেষ করে শনিবার তাপমাত্রা আরো বাড়ারই পূর্বাভাস পাওয়া গেছে। "এমন ভয়াবহ দাবানল আগে আর কখনো দেখা যায়নি" বলে মন্তব্য করেছেন নিউ সাউথ ওয়েলস রুরাল ফায়ার সার্ভিসের কমিশনার শেন ফিটসিমন্স।

বিজেপি নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগ রয়েছে মমতার: সায়ন্তন

কলকাতা,১ জানুয়ারি (হি.স): 'বিজেপি নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগ রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই ইমরান খান যা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে তাই বলেন।' ফিরহাদ হাকিমের "পাকিস্তানের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ" মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এভাবেই পাল্টা তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। বলেন, 'কে বলেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বে ভোট ? কে বলেছে এই রাজ্যে মিনি পাকিস্তান বানাব ? জবাব দিক তৃণমূল।'

কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তৃণমূল নেত্রী। দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের দাবিও করেছেন। এমনকি গণভোটে হারলে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে বলে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়েছেন মমতা। যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজনৈতিক মহল। এরপর আজ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনে ফের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দলের ২২ তম জন্মদিনে বিজেপিকে একহাত নিয়ে পুরমন্ত্রী বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশ আছে বিজেপির।' যারপরই পাল্টা তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন।

একইসঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম", ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা "লাভ আজ কাল ২" ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাডুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন "লাভ আজ কাল"। তারই সিক্যুয়েল "লাভ আজ কাল ২"। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের "প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন" কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, "আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।"জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে "লাভ আজ কাল ২"-এর। তবে ছবির নাম "লাভ আজ কাল ২" থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে "জব উই মেট" বা "তামাশা"র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।"ভারত" ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে "ভারত" ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত "রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই" ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, "সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে "ভারত" ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।"সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান। এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

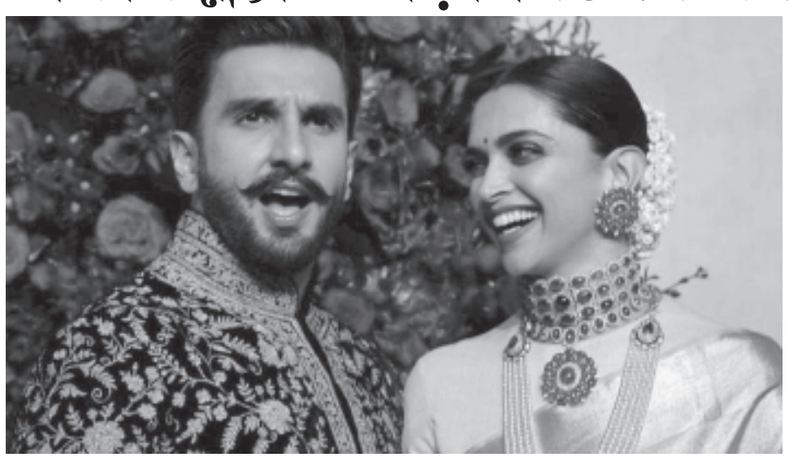

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

চিন থেকে মুইতে, ওড়নায় মুখ ঢেকে অভিনেতা কুশলের স্মরণসভায় হাজির স্ত্রী

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গত শুক্রবার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা কুশল পাঞ্জাবির। অভিনেতার আত্মহত্যা নিয়ে দানা বেঁধেছে একাধিক রহস্য। বৈবাহিক জীবনে অশান্তির জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন কুশল, এমন কথাও শোনা গিয়েছে। স্ত্রী আঁদ্রে ডোলহেনও মুখ খোলেননি স্বামীর মৃত্যু নিয়ে। কুশলের মতো হাসিখুশি, দিলদরিয়া মানুষ কীভাবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এই ক'দিনে। এসবের মাঝেই সুদূর চিন থেকে অঁদ্রে এসেছিলেন স্বামী কুশল পাঞ্জাবির স্মরণসভায় হাজির থাকতে।দিন দুয়েক আগে কুশলকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন টেলি তারকারা। সেখানেই স্ত্রী আঁদ্রে ডোলহেনকে দেখা যায় কুশলের পরিবারের সঙ্গে। সাদা সালোয়ার পরে ওড়নায় মুখ ঢেকেছিলেন স্মরণসভায়। তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা যাতে তাঁকে ক্যামেরাবন্দি না করা যায়। অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। কালো কাচ ঢাকা গাড়িতে করে বেরিয়ে যান। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্যামেরাবন্দি করা যায়নি আঁন্দ্রেকে।এদিকে কুশলের মৃত্যুর পর বন্ধুবিয়োগের শোকে দিন কয়েকের জন্য মুম্বই ছেড়েছেন অভিনেতা চেতন হংসরাজ। তিনিই জানিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর দিন কয়েক আগে চিনে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যান কুশল। আর ফিরে এসেই হঠাতই সুইসাইড করেন। এতেই রহস্য দেখছেন কুশল ঘনিষ্ঠরা। যদিও স্বামীর মৃত্যু নিয়ে এখনও কোন প্রতিক্রিয়া দেননি স্ত্রী আঁদ্রে ডোলহেন। সমস্যা তো সবার জীবনেই থাকে। কিন্তু তার জন্য কুশল জীবন শেষ করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেবে, এমনটা কেউই ভাবেনি! আক্ষেপ করেছেন একতা কাপুরও। প্রসঙ্গত, প্রশ্ন উঠেছে কুশলের সম্পত্তির ভাগ নিয়েও। সম্পত্তির ৫০ শতাংশ ছেলের নামে এবং বাকি ৫০ শতাংশ মা-বাবা-বোনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন কুশল পাঞ্জাবী।মূলত, বৈবাহিক জীবনে সুখী ছিলেন না কুশল। ২০১৫ সালে ইউরোপিয়ান গার্লফ্রেন্ড অঁদ্রে ডোলহেনের সঙ্গে গোয়ায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দু রীতি মেনেও বিয়ে হয়। ১ বছরের মধ্যেই কুশল এবং আঁদ্রের জীবনে আসে তাঁদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুশল এবং আঁদ্রের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। দূরত্ব এতটাই বাড়ে যে স্ত্রী আঁদ্রে ৩ বছরের ছেলেকে নিয়ে কুশলের বাড়ি ছেড়ে চিনে চলে যান। বর্তমানে চিনেরই একটি মালটি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত অঁদ্রে। বন্ধু চেতন হংসরাজের কথায়, ওঁদের মধ্যে আইনিভাবে বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসব নিয়েই অবসাদে ভুগছিলেন কুশল। একাধিকবার বোঝালেও কোনও লাভ হয়নি।

দীপিকার ঘরের পাশে ৭.২৫ লক্ষ টাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন রণবীর সিং!

নিজস্ব প্রতিবেদন : ২০১০ সালে মুম্বইয়ের বিউমন্ডে-র প্রভাদেবীতে একটি ফ্ল্যাট কেনেন দীপিকা পাডুকন। ৩৩ তলা টাওয়ারের ২৬ তলায় একটি ৪ বিএইচকে-র ফ্ল্যাট কেনেন দীপিকা। কেরিয়ারের শুরুতেই ১৬ কোটি দিয়ে মুম্বইতে ফ্লাট কিনে ফেলেন বলিউডের এই প্রথম সারির অভিনেত্রী। এখনও তাঁর স্থায়ী ঠিকানা বিউমন্ডে টাওয়ারই। ওই টাওয়ারেই একটি ফ্ল্যাট এরপর ভাড়া নেন (ট্রথদ্রন্তত্রত্রন্ ছ্বদ্রত্ত্ব) রণবীর সিং।জানা যাচ্ছে, দীপিকা পাডুকনের সঙ্গে বিয়ের পরও বিউমন্ডে টাওয়ারের ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন রণবীর। বিউমন্ডে টাওয়ারে প্রায় ৭.২৫ লক্ষ টাকা ভাড়া দিয়ে ওই ফ্লাট ভাড়ায় রেখে দিয়েছেন রণবীর সিং। বিয়ের পর (ঙ্গত্রত্রদ্ধদ্ধথ ঞ্চথত্মন্ডদ্ধদ্রদ্রত্র) দীপিকার ফ্লাটে থাকা শুরু করলেও রণবীর এখনও কেন প্রত্যেক মাসে ৭.২৫ লক্ষ করে ভাড়া গুনছেন, তা নিয়ে বি টাউনে প্রায়শই নতুন নতুন গুঞ্জন শোনা যায়।

বর্তমানে ৮৩-র শুটিং করছেন রণবীর সিং। কপিল দেবের বায়েপিকে রণবীরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন দীপিকাও। অন্যদিকে দীপিকা শুরু করেছেন ছপক-এর প্রমোশন। ছপক-এর পর দীপিকা যেমন মহাভারতের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তেমনি (জ্ঞথন্খদ্র জ্ঝদ্রস্তন) করণ জোহরের তখত-এ (জ্ঞথন্তত্রদ্রথ জ্ঞথদ্মদ্রদ্রন্ জ্ঞস্তদ্র) করিনা কাপুর খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন রণবীর সিং।

বর্ষবরণের দুপুরে আয়ের আড্ডায় একজোট রানি,করিশ্মা

বর্ষবরণের উন্মাদনায় মেতেছেন বলিউডের তারকারা। বোন করিশ্মার সঙ্গ ছেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন করিশ্মা কাপুর। আল্পসের ঠান্ডা গায়ে মেখে লন্ডনে রানি মুখার্জি, আদিত্য চোপড়া, করণ জোহর এবং মণিশ মলহোত্রার সঙ্গে চায়ের আড্ডায় মজলেন তাঁরা। দীর্ঘদিন পরে রানি এবং করিশ্মাকে একসঙ্গে জমিয়ে পার্টি করতে দেখা গেল। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের একসঙ্গে পার্টি করার সেই ছবিও পোস্ট করেছেন অভিনেত্রীরা।ওয়েস্টার্ন পোশাকে দুই অভিনেত্রী উত্তাপ ছড়িয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রীরা লিখেছেন, আদিত্য চোপড়াকে ধন্যবাদ। অনেকদিন পর জমিয়ে চায়ের আড্ডা দিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। মর্দানি-২য়ের সাফল্যের পর একটু খোশ মেজাজেই রয়েছে রানি। তারই সেলিব্রেশনে পার্টি সারলেন তাঁরা।ইতিমধ্যেই সইফ আলি খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে বান্টি অউর বাবলি-২য়ের শ্যুটিং শুরু করতে চলেছেন রানি। ২০০৫ সালে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে তাঁর হিট ছবি ছিল বান্টি অউর বাবলি। অন্যদিকে করিশ্মাকে শেষবার দেখা গিয়েছে শাহরুখ খানের জিরো-তে।

প্রাক্তন বান্ধবীর সঙ্গে নতুন বছর উতযাপন করতে বাগানবাড়ীতে সালমান

পানভেলের বাগান বাড়িতে নতুন বছর শুরু করলেন সালমান খান, তাও আবার প্রাক্তন বান্ধবী সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে।সম্প্রতি ৫৪ বছরে পা দেন সালমান খান। এবার সোহেল খানের ব্যান্দ্রার ফ্ল্যাটে পরিবারের লোকের সঙ্গেই জন্মদিন পালন করেন বলিউড তারকা। অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে জন্মদিন পালন করার পর, জমিয়ে নতুন বছর কাটালেন সলমন খান।যেখানে সালমানের প্রাক্তন বান্ধবী সঙ্গীতা বিজলানি, বলিউড অভিনেত্রী ডেইজি শাহ, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এবং তাঁর স্ত্রী ওয়ারধা নাদিয়াদওয়ালা-দের দেখা যায়। শুধু তাই নয়, নতুন বছরের সকালে পানভেলের বাগান বাড়িতে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় সালমানকে। অন্যদিকে ডেইজি, সঙ্গীতা এবং ওয়ারধাকেও দেখা যায় প্রাতঃভ্রমণ করতে। নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গেই সালমানের বাগান বাড়িতে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায় সঙ্গীতা, ডেইজি এবং ওয়ারধা-দের।সম্প্রতি মুক্তি পায় সালমান খানের সিনেমা দাবাং থ্রি। এই সিনেমায় সোনাক্ষী সিনহা, কিচা সুদীপ এবং সাই মঞ্জরেকরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেন সালমান। যদিও দাবাং এবং দাবাং টু-এর মতো সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি এই সিনেমা। দাবাং থ্রি-র মুক্তির পর আপাতত রাধের শ্যুটিং শুরুর তোড়জোড় শুরু করেন বলিউড ভাইজান।

বাবার বয়সী নায়কের সঙ্গে রোম্যান্স বিরক্তিকর : সোনাক্ষী

কম বয়সী নায়িকাদের সঙ্গে বলিউড নায়কের রোম্যান্স যেন জমে ক্ষীর। যে দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেন দর্শকরাও। তবে একটু ভেবে দেখুন, যদি এর উল্টোটা হয়। অর্থাত মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে ঈশান খট্টরের রোম্যান্স? এই কথাই তুলে ধরলেন সোনাক্ষী সিনহা।সোনাক্ষী বলেন, সিনেমাপ্রেমীরা অভিনেতাদের সঙ্গে কম বয়সী নায়িকাদের রোম্যান্স দেখতে বেশি পছন্দ করেন। আর সেখানে যদি কোনক্রমে নায়িকা অভিনেতার থেকে বড় হয়ে যায় তাহলে হয় সমস্যা। এর আগে আমরা সালমান খান এবং রিভাতি জুটি পর্দায় দেখেছি। তিনি একটি ছবিতে আলিয়ার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এমনকি "দাবাং ৩"-তে সাই সালমানের সঙ্গে রোম্যান্স করেছেন। ৫৩ এবং ২১ বছরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম করতে হয়।সোনাক্ষী আরও বলেন, আমার যখন ৫০ হবে তখন ২১-২২ বছরের ছেলেদের সঙ্গে রোম্যান্স করতে সত্যিই খুব বিরক্তিকর লাগবে। কারণ, বয়সের অনেক ফারাক আর একজন ৫০ বয়সী তার হাঁটুর বয়সীদের সঙ্গে সিনেমায় প্রেম করতে পারবে না। দেখতে অবাক লাগে। কিন্তু কোনও পুরুষ অভিনেতা যদি একাজ করেন তখন দর্শকদের কাছে তা হিট এবং সবাই পছন্দ করেন। আসলে এটা নির্ভর করে আমাদের সকলের চিন্তাভাবনার ওপরে। এবং কোন দেশে বসবাস করছি তাও একবার দেখতে হয়।ইতিমধ্যেই "দাবাং ৩"-র প্রচারে লেগে পড়েছেন সালমান খান।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সুষ্ঠু হবে না জেনেও সিটি নির্বাচনে যাচ্ছে বিএনপি : ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় প্রমাণের জন্য নির্বাচনে যাচ্ছি বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।বুধবার দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ফখরুল বলেন, মানুষ শুধু আমাদের প্রশ্ন করে, আপনারা নির্বাচনে কেন গেলেন? ২০১৪ সালে যখন নির্বাচনে যাইনি তখন বলা হয়েছে আমরা ভুল করেছি। ২০১৮ সালে নির্বাচনে গিয়েছিলাম এটা প্রমাণ করতে যে, আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।তিনি বলেন, এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন, ঢাকা সিটি নির্বাচনে গেলেন কেন? আমি বলতে চাই, আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না, এ কথা বারবার প্রমাণ করার জন্যই মেয়র নির্বাচনে গিয়েছি।সরকারের কড়া সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শীতের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে আছেন। আমি গতকাল খবর পেয়েছি, হাসপাতালে তার একটি রুমহিটার দেয়ার জন্য নেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্মম এই সরকার সেই হিটারটাও অনুমতি দেয়নি।দেশের জনগণ এ সরকারকে চায় না মন্তব্য করে ফখরুল বলেন, আজকে এ সরকারের নেতারা লম্বা লম্বা কথা বলেন। বন্দুক দিয়ে, পিস্তল দিয়ে গায়ের জোরে ক্ষমতায় বসে আছেন। জনগণের সরকার তো তারা নন। জনগণ তাদের ভোট দেয়নি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, রাস্তার মধ্যে ১০০ জনকে জিজ্ঞেস করেন, ৯০ জন বলবে, এ সরকারকে আমরা চাই না।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, আপনার ওই পুলিশ বাদ দিয়ে দেখুন মানুষ কী বলে। দেখুন দেয়ালে কী লেখা আছে।ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন বলেন, আমরা মুখ দেখাতে পারি না কথাটা ঠিক নয়। বলতে পারেন, আমরা মাথা নত করিনি। এ সরকার মাথা নত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আছেন।

আমাদের নেত্রী কিন্তু প্যারোলে মুক্তি নেননি।

ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম বলেন, আমরা আমাদের কথা রাখতে পারিনি। আজকে মানুষ ছাত্রদল নিয়ে হাসাহাসি করে, বিএনপি নিয়ে হাসে। কারণ আমরা আমাদের নেত্রীকে মুক্ত করতে পারিনি। মুখে আমরা অনেক কথাই বলি, তা বাস্তবে পরিণত করতে হবে। অন্যান্য দল আইন ভেঙে মিছিল সমাবেশ করতে পারে। বিএনপির জন্য কেন এতো আইন, এ আইন ভাঙতে হবে।

ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হাসান শ্যামলের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান, বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকরামুল হক মিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনই সরকার বিদায়ের একমাত্র পথ : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। নির্বাচনই বর্তমান সরকার বিদায়ের একমাত্র পথ মন্তব্য করে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনে জনগণ বর্তমান সরকারকে সমর্থন না জানালে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সরকারে থাকব না।মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক বছরের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

বিএনপি নেত্রী সেলিমা রহমানের হঠাৎ করেই সরকারের পতন হবে, এ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন,সরকারের পতন হবে- সেলিমা রহমানের এই কথা তো আমরা ১১ বছর ধরেই শুনে আসছি। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর থেকেই সরকারের পতনের কথা শুনে আসছি। সরকার পরিবর্তনের একটিই পথ, সেটি হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনে জনগণ বর্তমান সরকারকে সমর্থন না জানালে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সরকারে থাকব না। এছাড়া অন্য পথ তো নেই।অবশ্য তারা (বিএনপি) নানা পথে বিশ্বাস করে, কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেলিমা রহমানের এই বক্তব্য সেই ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত ছাড়া অন্য কিছু না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে অতীতের মতো আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সফল হবে না এবং সরকারকে বিদায় দেয়ার একটিই পথ- সেটি হচ্ছে নির্বাচন।

নতুন বছরে বিরোধী দলকে স্পেস দেয়া প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে আমরা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজেই বসবাস করি। এখানে বিরোধী দল সবসময় তাদের মত প্রকাশ, প্রতিবাদ করার আইনগতভাবে, সাংবিধানিকভাবে যে অধিকার, সেই অধিকার সবসময় প্রয়োগ করছে। এখানে কাউকে অধিকার দেয়ার বিষয় নেই।

মাল্টিপার্টি ডেমোক্রেসিতে আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এখানে বিরোধী দল সবসময়ই সংসদে, সংসদের বাইরে সবসময় তাদের মত প্রকাশ করছে। সুতরাং অধিকার দেয়া না দেয়ার প্রশ্ন অবান্তর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন বক্তব্যে আওয়ামী লীগের নতুন মেয়র প্রার্থীকে সমর্থন দেয়ার বিষয়ে কিছু বলেননি- এ মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে হাছান মাহমুদ বলেন,দক্ষিণের মেয়রের বক্তব্য আমি শুনেছি।

দক্ষিণের মেয়র যেটি বলেছেন, মন্ত্রীর মর্যাদায় তিনি মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রীর মর্যাদা থাকলে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আছে। সেই বিধিনিষেধের কথাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অনলাইন নিউজ পোর্টালের নিবন্ধন দেয়ার বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন,অনলাইন গণমাধ্যমে নিবন্ধন দেয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আমরা সব রিপোর্ট এখনো পাইনি। পেলে খুব সহসাই কিছু অনলাইন নিবন্ধন পেয়ে যাবে।এ সময় নতুন তথ্যসচিব কামরুন নাহার ও প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

পুরোনো ফাইল ক্লিয়ার করে নতুন বছর শুরু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। বিদায়ী বছরের সব ফাইল নিষ্পত্তি করে নতুন বছর শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৯ সালের যেসব ফাইলের ছাড় বা মতামত দেয়া বাকি ছিল, বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ব্যস্ততার মাঝেও অতিরিক্ত সময় দিয়ে সেসব ফাইল নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন সরকারপ্রধান।বুধবার (১ জানুয়ারি) নতুন বছরে নবোদ্যমে কাজ শুরু করেছেন টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন বলেন, ২০১৯ সালের সব কাজ বিদায়ী বছরেই শেষ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

কোনো ফাইল ২০২০ পর্যন্ত টেনে আনেননি তিনি।

তার সব ফাইল তিনি ক্লিয়ার করেছেন।খোকন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রচুর ফাইল থাকে। গতকাল বছরের শেষ দিনে আট বক্স ফাইল ছিল প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তিনি গতকালই বাকি থাকা সব ফাইল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। পুরোনো বছরের সব কাজ নতুন বছর শুরুর আগেই শেষ করেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা।

বুধবার ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের ''বহিরাগত'' তকমা সরাতে বাংলা শিখছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বাংলায় এলেই তাঁকে বিরোধীদের ''বহিরাগত'' তকমা সরাতে বাঙালির মন জিততে নতুন পথে হাঁটা শুরু করেছেন অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, দফতর ও দলের কাজ সামলেও অমিত শাহ এখন নিয়মিত সময় বের করে বাংলা শিখছেন। শুধু তাই নয়, বাংলা বলা এবং বোঝার জন্য অমিত শাহ একজন শিক্ষকও রেখেছেন।

ছয়ের পাতায়

পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে প্রতিবেশী দেশে: শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। রপ্তানি আয় বাড়াতে পণ্য বৈচিত্র্যে জোর দেওয়ার পাশাপাশি নতুন বাজারের সন্ধানে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বুধবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রপ্তানির ক্ষেত্রে আমি বলব, একটা-দুইটা পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা না। আরো অধিক পরিমাণে পণ্য যেন আমরা উৎপাদন করতে পারি, রপ্তানি করতে পারি। আবার দেশের বাজারেও বা প্রতিবেশী দেশগুলোতে যাতে সেই পণ্যটা প্রয়োজন হয় সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি।এখন ডিপ্লোমেসিটা হয়ে গিয়েছে ইকনোমিক ডিপ্লোমেসি। এখন আর শুধু পলিটিক্যাল দিক দেখলে হবে না। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায় কীভাবে, নতুন নতুন বাজার খুঁজে পাওয়া যায় এবং নতুন নতুন পণ্য আমরা যাতে রপ্তানি করতে পারি সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি।তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,আমরা যত বেশি ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, ব্যবহার এবং রপ্তানি করতে পারব, আমাদের অর্থনীতিতে তা তত বেশি অবদান রাখবে।আমি মনে করি আইসিটি সেক্টরটাই আমাদের সব থেকে বড় একটা সেক্টর হবে ভবিষ্যতে। এই পণ্য রপ্তানি করে আমরা বিশাল অংকের অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কূটনৈতিক ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উইন-উইন পরিস্থিতির জন্য ব্যবসার সুবিধার্থে বিনিয়োগ ও সোর্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশকে যেন সকলে বেছে নেন- সেটাই আমার আহ্বান থাকবে।সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের যাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, খাদ্য উৎপাদনসহ সবদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ চলছে।বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে দেশজুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।তৃণমূল মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করার সরকারের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,আমাদের যত উৎপাদন, ব্যবসা, বাণিজ্য যাই আমরা করি, দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আমাদের বাড়াতে হবে। অন্যদের মধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম ও বাণিজ্য সচিব মোহাম্মদ জাফর উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন নরেন্দ্র মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং ভারতের জনগণের কাছে তার শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।এ সময় দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রায় ১৫ মিনিট ফোনালাপ হয়। দুই নেতা দু'দেশের মানুষের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন।

লিডার ইজ নেভার রঙ, লিডার ইজ অলওয়েজ কারেক্ট :জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন,মনে রাখতে হবে, লিডার ইজ নেভার রঙ, লিডার ইজ অলওয়েজ কারেক্ট। সবার মতামত নিয়ে কাজ করবো, তবে দেশ ও দলের স্বার্থে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।বুধবার বিকেলে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পার্টির ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন তিনি।

দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে জিএম কাদের বলেন,নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকতে হবে। নিজেদেরকে শক্তিশালী করা হবে আমাদের আগামী দিনের রাজনীতি। জনগণ কী চায় সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যেখানে প্রতিবাদ কিংবা দাবির প্রয়োজন হবে, সেখানে সেভাবে কাজ করবেন। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবেও সেভাবে কর্মসূচি দেব। আমরা দেশবাসীর চিন্তা করছি। আমরা যদি সকলে এক থাকি, তাহলে সব সম্ভব। আর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।তিনি আরও বলেন,আমরা ২৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, এই সময়ে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যেতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি কখনও এককভাবে, কখনএ যৌথভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আমরা কাউকে দোষ দিই না। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে হামলার শিকার হতে পারে। আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে। জাতীয় পার্টি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন,জাতীয় পার্টির নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা যে আলোয় উদ্ভাসিত করবো, সেই আলোয় আলোকিত হবে দেশ।

জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পার্টির জন্ম হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে নির্বাচন দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন করার গণতন্ত্রের জন্য জাপার জন্ম। জাপা শুধু গণতন্ত্রের পার্টি নয়, মানুরে ভাগ্য উন্নয়নের পার্টি। আমরা ক্ষমতায় যাব, যদি আমাদের মধ্য শৃঙ্খলা ও ঐক্য থাকে। আর যদি মানুষের কাছে যেতে পারি। মানুষ পরিবর্তন চায়।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান বলেন, আগের দিনে সবকিছু ধুয়ে মুছে, নতুন করে জাতীয় পার্টিকে শক্তিশালী করতে চাই। জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতায় নিতে চাই। সংগঠন শক্তিশালী না হলে দুই পয়সার দাম নেই আপনার। মনে রাখবেন দুর্বলের সঙ্গে কেউ হাত মেলায় না।সভায় জাপার সাবেক মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, পল্লীবন্ধু এরশাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঐক্যের বিকল্প নেই। আগামীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে হলে আমাদের সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্য আরও বক্তব্য রাখেন কাজী ফিরোজ রশীদ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, অ্যাড় সালমা ইসলাম, সিনিয়র নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন খান, অতিরিক্ত মহাসচিব সাহিদুর রহমান টেপা, অ্যাড় রেজাউল ইসলাম ভূইয়া, লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি, ঢাকা উত্তর জাতীয় পার্টির সভাপতি এসএম ফয়সল চিশতী, এটিইউ তাজ রহমান, শফিকুল ইসলাম সেন্টু, ইসহাক ভূইয়া প্রমুখ।

বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনকে মুজিববর্ষ পালন করতে হবে: আবদুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সব মিশনকে স্বাগতিক দেশের সরকার, সুশীল সমাজ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে মুজিববর্ষ পালনের নির্দেশনা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।বুধবার (১ জানুয়ারি) বিদেশের বাংলাদেশের মিশন প্রধানদের কাছে লেখা এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন।

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষ পালন আমাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং এটি জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয়, বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।মুজিববর্ষকে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরার একটি বিরাট সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বিশ্বের সব দেশের সরকার, ব্যবসায়ী মহল, সুশীল সমাজ এবং জনগণের কাছে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বৈদেশিক মিশনসমূহকে নির্দেশনা দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বর্তমান বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ শতাংশ এবং অচিরেই বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কোঠা স্পর্শ করবে। গত একদশকে বাংলাদেশের জিডিপি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে সাড়ে তিনগুণ এবং বর্তমানে তা প্রায় ২০০০ মার্কিন ডলার।তিনি জানান, বর্তমানে আমাদের জিডিপি ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৯ সালে ছিল মাত্র ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রফতানি আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ ৪০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উর্ধ্বে। গত দেড় দশকে বিনিয়োগ-জিডিপির শতকরা হার ২৬ ভাগ থেকে বেড়ে ৩১.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ৫ গুণ বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য।

ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কভারেজ বন্ধ রাখার নির্দেশনা দুই দিনের মাথায় প্রত্যাহার করে নিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা-বিটিআরসি।

বিটিআরসি থেকে এ বিষয়ে চিঠি পাওয়ার পর বুধবার সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক চালু করতে কাজ শুরু করেছে দেশের চার অপারেটর।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন,সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বন্ধে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, বুধবার থেকে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত রোববার রাতে বিটিআরসির নির্দেশনা পেয়ে সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয় দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো।তাতে চার অপারেটরের প্রায় দুই হাজার বিটিএস বন্ধ করতে হয়েছে জানিয়ে একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, এই পদক্ষেপের ফলে সমস্যায় পড়বে সীমান্ত এলাকার প্রায় কোটি গ্রাহক। নতুন নির্দেশনা আসার পর অপারেটর রবির চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার সাহেদ আলম বুধবার বলেন,বিটিআরসির নির্দেশনা অনুসারে আমরা ইতোমধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার বিটিএস সচল করার কাজ শুরু করেছি।

যেহেতু এখানে অনেক বিটিএস জড়িত, সবগুলো একই সময়ে চালু করতে হয়ত একটু সময় লাগতে পারে।সীমান্তে নেটওয়ার্ক বন্ধের কারণ বা দুই দিনের মাথায় তা প্রত্যাহারের বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

নেটওয়ার্ক বন্ধের কারণ জানতে চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার সোমবার বলেছিলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে বিটিআরসি এ নির্দেশনা দিয়েছে।

তবে নাম প্রকাশ না করে দুই কর্মকর্তা জানায়, নাগরিকত্ব আইন সংশোধন নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশমুখী অনুপ্রবেশ বেড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধের সিদ্ধান্ত এসেছিল।

শীতে কষ্ট করছেন খালেদা, রুম হিটার না দেয়ার অভিযোগ ফখরুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ০১।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শীতে কষ্ট করছেন উল্লেখ করে তাকে রুম হিটার না দেয়ার অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক ছাত্র সমাবেশে এ অভিযোগ করেন তিনি। ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।মির্জা ফখরুল বলেন,আমি গতকালই খবর পেয়েছি, তিনি শীতে অত্যন্ত কষ্ট করছেন। হাসপাতালে তার রুমে একটা রুম হিটার দেয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভয়ংকর নির্মম এ সরকার তা রাখার অনুমতি দেয়নি।আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, সৎ সাহস থাকলে আপনারা পুলিশ ছাড়া রাস্তায় আসুন, দেখুন মানুষ কী বলে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি রাস্তার মধ্যে ১০০ জনকে জিজ্ঞেস করেন ৯০ জনই বলবে আমরা এ সরকারকে চাই না।তিনি বলেন, আজকে এ সরকারের নেতারা লম্বা লম্বা কথা বলেন। বন্দুক দিয়ে, পিস্তল দিয়ে, গায়ের জোরে ক্ষমতায় বসে আছেন। জনগণের সরকার তো তারা নন। জনগণ তাদের ভোট দেয়নি।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকরামুল হক প্রমুখ।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রকে ‘জনবিরোধী সরকার’ তকমা তৃণমূলের, পাল্টা প্রতিবাদ বিজেপি-র

কলকাতা, ১ জানুয়ারি, (হি. স.) : মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করে ‘জনবিরোধী সরকার’ বলে চিহ্নিত করল তৃণমূলউ পাল্টা প্রতিবাদ জানাল বিজেপিউ

বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবর্ষে দলের সভাপতি সুব্রত বক্সি মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে এক হাত নেন। ‘জনবিরোধী সরকার’ বলে চিহ্নিত করেন তিনিউ এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো কিছু রুটে সুন্দর সুন্দর বাস নামিয়ে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, বেশি ভাড়া দিয়ে ওই সব বাসে কেউ চড়তে চাইছিলেন না।

দিলীপবাবু বলেন, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েছে। ট্রেনের ভাড়া কিলোমিটার-পিছু এক বা দুপয়সা মোদী সরকার বলেই বাড়িয়েছে। এর আগে ট্রেনের ভাড়া এত কম কোনও সরকার বাড়ায়নি। পরিষেবার মানোন্নয়নে ভাড়া বাড়তেই পারে। কিন্তু গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বাড়ায় গৃহস্থ সঙ্কটে পড়বে। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, “ওটা তো ভর্তুকিহীন গ্যাসের দাম বেড়েছে। সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ সম্পর্কে সব রকম সচেতন।”পেঁয়াজের দামবৃদ্ধি প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, এর জন্য কি কেন্দ্র দায়ী? আগে এ রাজ্যে পাঁচ লক্ষ টন আলু উদ্বৃত্ত হত। তা প্রতিবেশী রাজ্যে যেত। মমতা তা আটকে দেন। রাজ্যগুলো নিজেদের চাষের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উন্নতি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাষীদের কুইন্টালপিছু ১,৭০০ টাকা ধানের জন্য বরাদ্দ করে। অথচ, চাষীদের দেয় ১,০০০ টাকা করে।

বর্ষবরণের রাতে গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু যাদবপুরে

কলকাতা,১ জানুয়ারি (হি.স.): বর্ষবরণের রাতে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে যাদবপুরে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই মৃত মহিলা তার স্বামীর সাথে পার্টি করছিলেন ছাদে। এই অবস্থায় হঠাৎই ছাদ থেকে পড়ে যান তিনিউ কিন্তু কিভাবে ছাদ থেকে মহিলা পড়ে যান তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

মঙ্গলবার বছর শেষে যাদবপুরের আবাসনের ছাদে পার্টির আয়োজন করেছিলেন মৃতার স্বামী কুন্তল আচার্য এবং মৃতা মহিলা সুইটি সূত্রধর। পার্টি শুরুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন সুইটি দেবী। পার্টিতে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে দিদার মদ্যপান করেন তিনিও। এরপর মাঝরাতে সবাই চলে গেলে সেখানে তখনও ওই দম্পতি পার্টি করছিলেন বলেই খবর। রাত দুটো নাগাদ ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। কিন্তু অন্ধকার থাকায় তাঁরা সেখানে কিছুই দেখতে পাননি। আজ বুধবার সকালে ওই মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় আবাসনের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান রাতে প্রচুর মদ্যপানের জেরে অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন মৃতার স্বামী কুন্তল বাবু। সকালে নেশা কাটার পর স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে থানায় খবর দেন তিনি। এরপরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার করে। তবে ওই মহিলা তার স্বামীর বয়ান অনুযায়ী অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে নাকি আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ। একই সাথে পরিকল্পনামাফিক খুন করার বিষয়টিকেও উড়িয়ে দিচ্ছে না যাদবপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে হোমিসাইড ও ফরেনসিক আধিকারিকরা। দেহটির ময়নাতদন্তের পর তদন্ত নয়া মোড় নিতে পারে বলেই অনুমান পুলিশের।

দুর্ঘটনায় মৃত ১৭

তিনের পাতার পর

আরও তিনটি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন জন। এরমধ্যে একজন শিক্ষক।

বর্ষবরণের পার্টি করে বাড়ি ফেরার পথে জলপাইগুড়ির ফালাকাটার এথেল বাড়িতে ১৮ চাকার ট্রাক পিষে দিল একটি বাইককে। স্থানীয় সূত্রে দাবি, হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাত একটা নাগাদ এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতা ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দেয়। পালিয়ে গিয়েছে চালক।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণে পাশাপাশি ভারতের আশা পূরণ করবে সিডিএস : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : সিডিএস পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর শুরু হওয়া কার্যকালের শুভ কামনা করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি নতুন ভারতের আশাও পূরণ করবে এই পদ।

বুধবার নিজের ট্যুইটবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, ‘ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে অভিনন্দন জানাই। আমি বিশ্বাসী তাঁর নেতৃত্বে তিনবাহিনী একটি সঙ্ঘবদ্ধ টিমের মতো কাজ করে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার দূর করবে।’ অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, তিনবাহিনীর কল্যাণ করে মোদী সরকারের স্বপ্ন স্বার্থক করবে সিডিএস। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ করে দেশবাসীর আশা পূরণ করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, নতুন বছর এবং দশকে ভারত পেল প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘নতুন এই দায়িত্বের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি একজন অসাধারণ আধিকারিক যিনি দেশকে উৎসাহের সঙ্গে সেবা করে গিয়েছেন।’

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশের মারে আহত সাংবাদিক

আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মধুপুর থানার ওসির আক্রমণে আহত হলেন সাংবাদিক আশিস মিয়া। ঘটনাটি হয়েছে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কমলাসাগর বাজার এলাকায়। এলাকায় একটি সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য বাইকে করে যাচ্ছিলেন আশীষ মিয়া। এরই মধ্যে বিষ্ণুপদ ভৌমিক তার বাইক আটকে থানায় নিয়ে যেতে চান। সাংবাদিক আশিস তখন জানতে চান কি অপরাধে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? যদি বাইকের কাগজ পত্র নিয়ে কোন সমস্যা থাকে তবে এখানেই ফাইন দিতে রাজি বলেও তিনি জানান। কিন্তু থানার ওসি কোন কথাই শুনতে রাজি ছিলেন না। এমতাবস্থায় আচমকাই ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক সাংবাদিক আশীষ মিয়ার উপর হামলে পড়েন। ফলে মাথা এবং শরীরের বেশ কয়েকটি স্থানে আঘাত লাগে। এরপর আহত আশিস মিয়াকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় আইজিএম হাসপাতালে। এখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে তার মাথার সিটি স্ক্যান করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি ও বিশালগড় মহকুমা কমিটি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং থানার ওসির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

আটের পাতার পর

কথা মনে করে এগিয়ে এসে যদি এ সকল সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করে তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অনুষ্ঠানে শম্ভুনাথ রক্ষিত এ ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে এসে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোয় তিনি সুভাত এর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

আগমনে ভাঁটা

আটের পাতার পর

খাবারের দোকানী জানান, গত বছরের তুলনায় এবছর ৫ ভাগের ১ ভাগ ও বিক্রি হয় না খাবারের বিভিন্ন সামগ্রী। পার্কে ইদানিং লোকজন কম আসার কারণে বিক্রিতে ও মন্দা। তবে বড়মুড়া ইকো পার্কের ভিতরে টিকিট কাউন্টারে থাকা এক দিদিমনি জানান।

জমায়েত ও মিছিল

আটের পাতার পর

জমায়েতে টিপিএফ’র সি ডব্লিও সি’র অফিস সম্পাদক বিধান দেববর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কোন ভাবেই ত্রিপুরায় লাগু করা চলবে না। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

গৌতম দেব

তিনের পাতার পর

সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় পাহাড় থেকে সমতলে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে বিজেপি বিরোধীরা। মুখমন্ত্রীর মিছিল উত্তরবঙ্গে কী বার্তা দেয় সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

গত ২৪ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে মিছিল করে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মিছিলে লাখ লোকের জমায়েত হয়েছিল। ওইদিনই কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, শিলিগুড়িতে হাঁটবেন তিনি। বিজেপির মিছিলে পাহাড় থেকে সেভাবে লোকই নামেনি। এবারে তৃণমূলের মিছিলে দলীয় কর্মী, সমর্থকেরা তো বটেই, বিনয়পন্থী মোর্চা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যরাও যোগ দেবেন। এর মধ্য দিয়ে বিজেপির মিছিলকে টেক্কা দেওয়ার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লড়াই তৃণমূলের।

সায়ন্তন

তিনের পাতার পর

বিরোধিতারও জবাব দেন তিনি। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই ভাড়া বেড়েছে দূরপাল্লার ট্রেনের। সাধারণ দূরপাল্লার ট্রেনের নন-এসি স্লিপার, দ্বিতীয় শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণিতে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা। এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনের নন-এসির স্লিপার, দ্বিতীয় শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণিতে বেড়েছে কিলোমিটারপিছু ২ পয়সা। অন্যদিকে, এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনের বাতানুকুল শ্রেণির চেয়ার কার, টু-টিয়ার, থ্রি-টিয়ার ও প্রথম শ্রেণিতে ভাড়া বাড়ছে প্রতি কিলোমিটারে ৪ পয়সা। নতুন বছরের প্রথম দিনে বেড়েছে ভর্তুকি হীন গ্যাসের দামও। দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়া, গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। যার জবাবে সায়ন্তন বসু বলেন, ‘আগে বিদ্যুতের দাম কমানো হোক। তারপর গ্যাস, রেলভাড়া নিয়ে কথা বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।‘ তিনি দাবি করেন, ‘এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বিদ্যুতের। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলো এরজন্য তৃণমূলকে টাকা দেয়। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। সব আমরা প্রকাশ করব।‘

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

সূত্রের খবর, বাংলায় পারদর্শী একজনকে ”মাস্টারমশাই” হিসেবে নিয়োগ করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপি সূত্রে খবর, সামনের বছর এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অমিত শাহ তাঁর বক্তব্য শুরু করতে চান বাংলা ভাষাতেই। আর সেই জন্যেই তিনি নিয়মিত, যথেষ্ট বাংলা শিখতে শুরু করেছেন। বিজেপি সূত্রের খবর, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বাংলাকে গুলিয়ে ফেলতে চান না অমিত শাহ। বাংলায় জয় পেতে হলে বাঙালি আবেগকে ছুঁতে হবে। আর তা ছুঁতে বাংলা ভাষাকেই প্রথম অস্ত্র করতে চলেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিপিন রাওয়াতকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, নতুন বছর এবং দশকে ভারত পেল প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘নতুন এই দায়িত্বের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি একজন অসাধারণ আধিকারিক যিনি দেশকে উৎসাহের সঙ্গে সেবা করে গিয়েছেন।’

বিশ্বের আধুনিক সমরকৌশলের ক্ষেত্রে সিডিএস গুরুত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণে ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সিডিএস। ১৩০ কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা পূরণের প্রতিচ্ছবি এই পদ। আধুনিক যুদ্ধে এই পদ ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে। কার্গিল যুদ্ধের পর এই পদ তৈরি নিয়ে যে অনেক আলোচনা হয়েছিল, তা এদিন মনে করিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি কার্গিল যুদ্ধে শহিদদের স্মরণ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সিডিএস পদ গড়ার কথা বলেছিলেন তিনি।

গুল্লুদের নিয়ে নববর্ষে প্রবল অনিশ্চয়তায় ৭৮-এর তৃপ্তিদেবী

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : নতুন বছরের প্রথম দিন আশার আলো দেখতে চান ৭৮ বছরের তৃপ্তি চক্রবর্তী। অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী। নিজের বলতে গুল্লু, পুলু, ভিম,মিনি, সফেদ এরা। নিজের চেয়েও বেশি চিন্তা ওদের নিয়ে।

গুল্লু আসলে একটা হনুমান। তড়িদাহত, মুমূর্ষু ছোট্ট শাবকটি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল এই পশুশালায়। তবে, থুটো হাত গ্যাংগ্রিন থেকে বাঁচাতে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। প্রায় এক দশক ধরে ও এখানকার আবাসিক। এ ছাড়া গোটা ২২ কুকুর, ৭টা বেড়াল, ১টা বনবেড়াল এরা সব থাকে একতলা জুড়ে। আর দ্বিতলে একা তৃপ্তিদেবী। ১৯৯৮ বর্ধমানের বোরহাটে ১৯৯৩ থেকে যাত্রা শুরু পশুশালার। সেই হিসাবে প্রায় ২৭ বছর হতে চলল। ’৯৮-এ সংস্থার রেজিস্ট্রেশন হয়। প্রথম দিকে কলকাতা থেকে পশুচিকিৎসক নিয়ে আসতে হত। এখন তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সমস্যা হল কোনও সরকারি সহায়তা নেই। পেনশনের টাকায় আর সম্ভব হচ্ছেনা অবলা জীবদের দেখাশোনার কাজটা। বুঝে উঠতে পারছেন না কার কাছে যাবেন।

এই প্রতিবেদককে তৃপ্তিদেবী জানালেন, ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে এমএ পাশ করেছিলেন। তাঁর নিজের ছেলেবেলার স্কুল মহারাণি গার্লস হাইস্কুল আগে ছিল ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত। পরে তা উচ্চমাধ্যমিক হয়। সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। বিয়ের পর পদবী বদলে নাগ থেকে হন চক্রবর্তী। স্বামী প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ২০০৪-এ প্রয়াত হন তিনি। তার আগে তাঁরা দুজন এই বাড়িটা তৈরি করেন। পড়িয়েছেন প্রায় চার দশক।

পশুসেবার জন্য নিঃসন্তান তৃপ্তিদেবী নানা সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর এই সেবার গল্প একটি নামী চ্যানেলের জনপ্রিয় শো-এর মাধ্যমে মানুষকে জানাতে বছর চার আগে ‘জোর করে‘ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের সংযোজক। তাতে অনেকে জানতে পারেন এই ‘বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার’-এর কথা। পশুসেবা এবং কুকুরের নির্বিজকরণের জন্য আগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পেতেন। বছর সাত ধরে সব বন্ধ। অবলা জীবদের দেখভালের জন্য আছে তিন কর্মী। তাঁদের বেতন দিতে হয়। শরীরও বিদ্রোহ করছে। সব মিলিয়ে সঙ্কটে পড়েছেন তৃপ্তিদেবী। তাহলে চলছে কীভাবে? নিজের এবং স্বামীর (বিধবা) পেনশন মিলিয়ে মাসে আসে ৩৮ হাজার টাকা। কিন্তু নিজের ও অবলাদের সব খরচ মিলিয়ে লাগে প্রায় ৫০ হাজার। আগের মত কেন্দ্রীয় সহায়তা পেতে ‘নীতি আয়োগ’-এ নিয়ম মেনে অনলাইনে আবেদন করেছেন বছর দেড় আগে।

রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

তাতে, গ্রাহকরা দেশের যে কোন রাজ্যে শুধুমাত্র আধার নম্বর ব্যবহার করে রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন।

কান্ড

● **প্রথম পাতার পর**

াড়ির শাটার দা দিয়ে কুঁপায় এবং ইলেকট্রিক মিটার বক্স ভেঙে দেয়। বোতল দিয়ে পেট্রোল এনে দালান বাড়িতে আগুন লাগানোরও চেষ্টা করে। সঙ্গ সঙ্গে কৈলাসহর থানায় খবর দেয় এবং পুলিশ এসে পঙ্কজ সরকারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরিবারের অন্য সদস্যরা এইসব দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে যায় এং এই বাড়িতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। পুলিশ পরিবারের অন্যান্যরা সদস্যদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে থানায় নিয়ে যায়। হরিদাস সরকার জানায়, জগন্নাথরা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং পরিবারের সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে মারারও হুমকি দেয়। হরিদাস সরকার কৈলাসহর থানায় জগন্নাথ, বলরাম, বিকাশ, প্রাণকৃষ্ণ সরকারের নামে লিখিত অভিযোগ করার পরও বারো ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। অথচ জগন্নাথরা প্রকাশ্যেই বাজারে ঘুরাফেরা করছে। উল্টো হরিদাস সরকারকে মামলা তোলে নেবার হুমকি দিচ্ছে। মামলা প্রত্যাহার না করলে হরিদাস সরকারকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে প্রকাশ্যেই। এতকিছুর পরও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করছে না। হরিদাস সরকার নিরূপায় হয়ে ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাইছেন এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার চাইছেন।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

সন্তানের জনক। সে ফের জনৈক ১৩ বছর বয়শী এক নাবালিকাকে ভালবাসার জালে আবদ্ধ করে বিয়ে করে। ঘটনা গত ২ মা পূর্বে। এই ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই খবর যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক এর কাছে। পরে মহকুমা শাসক বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানায় জানান। এই খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার এসআই শুভংকর দেববর্মা পুলিশ এবং ডিসিএম সহ একাধিক আধিকারিকদের নিয়ে বাদল দত্তের বাড়িতে হানা দিয়ে নাবালিকা সহ সুকান্তকে তুলে আনে থানায়। পরে পুলিশ ওই নাবালিকাকে চাইল্ডহোমে প্রেরন করে। আর নাগর সুকান্ত দত্তকে গারদে পুড়ে দেয়। বুধবার পুলিশ সুকান্তকে আদালতে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জানায়।

জালে

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছেন। আহতদের দমকল বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। গাড়ি দুটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উড়ালপুল দিয়ে দ্রুতবেগে চলার সময় দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। চালকদের অসাবধনতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

আরোও জানিয়েছেন রাতেই তাদের মেডিক্যাল টেস্ট করা হয়েছে। আপাতত ওই চারজনকে এনসিসি থানার লকআপে রাখা হয়েছে। আগামীকাল তাদের আদালতে সোর্পদ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বছরের প্রথম দিনেই জনজোয়ার তিলোত্তমায়

কলকাতা,১ জানুয়ারি (হি.স.):বর্ষবরণের আনন্দে মাতোয়ারা শহরবাসী উ নতুন বছরকে স্বাগত জনিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেই আমেজ চেটে পুটে নিচ্ছে সকলে উ বছরের প্রথম দিনে সকাল থেকেই ভিড় কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান গুলিতেউ চিড়িয়াখানা থেকে ভিক্টোরিয়া ,জাদুঘর থেকে বিনোদন পার্ক উপচে পড়া ভিড় সর্বত্র উ

বাঙালি মানেই সে ভ্রমনপ্রিয় উ আর শীত মানেই ভ্রমনপ্রিয় বাঙালির অন্যতম ডেস্টিনেশন চিড়িয়াখানা উ ছুটির সকালে শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে চিড়িয়াখানায় ভিড় জমিয়েছেন দর্শকরা উ কেউ দেখছেন পশু পাখি কেউ আবার চড়ুইভাতিকরতে আবার কেউ শীতের আদুরে মেঘ গায়ে মেখে গল্প করতে ব্যস্ত উ ছুটির দিনের পাশাপাশি সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথিদের উ আর সেই সব অতিথীদের দেখতে হাজির দর্শনার্থীরা উ এইবছর আবার চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে চারটি হলুদ অ্যানাকোন্ডা উ অ্যানাকন্ডার দর্শন পেতে ভিড় বাড়ছে আলিপুর চিড়িয়াখানাতে উ তাছাড়াও এই বছর চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে দুই চিতাবাঘ শাবকের উ তাদের নাম নয়ন ও শিশির উ তাছাড়াও দুটি লেপার্ড, দুটি হায়না সহ একটি সাদা বাঘের আগমন ঘটেছে চিড়িয়াখানায় উ তাছাড়াও আগমন ঘটেছে এক জিরাফ শাবকেরউ নতুন অতিথিদের টানে চিরিয়ানায় ঢু মারছেন পশু প্রেমীরা উ পাশাপশি ভিড় বিনোদন পার্ক ইকো পার্কেও উ কচি-কাচা থেকে, যুবক যুবতিরা সকলেই নতুন বছরের আনন্দে মেতেছে উ কেউ ব্যস্ত চড়ুইভাতিতে আবর কেউ ব্যস্ত পরিবেশের মজা নিতে উ আবার কেউ কেউ ব্যস্ত নিত্য নতুন রাইডের মজা নিতে উ সব মিলিয়েবি নোদন পার্কেও বর্ষবরণের আনন্দ চেটেপুটে নিচ্ছে তিলত্তমাবাসী উ উপচে পরা ভিড় জাদুঘরেওউ জাদুঘরের বাইরে লম্বা টিকিটের লাইনই দিচ্ছে সেই প্রমানউভিড়ে কম যাচ্ছেনা ভিক্টোরিয়া , ময়দানের মাঠও উ চড়ুইভাতি থেকে ব্যাডমিনটন ক্রিকেট খেলার আনন্দে মেতেছে তিলোত্তমাবাসী

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা মমতার

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নিজের ট্যুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘আজ তৃণমূলের ২২ বছর পূর্ণ হল। দলের পক্ষ থেকে মা-মা-মাটি-মানুষকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। যে সকল কর্মী-সমর্থকরা নিঃস্বার্থভাবে দলের কাজ করে যান, তাদের অভিনন্দন জানাই। মানুষের আশীর্বাদ ছাড়া আজ তৃণমূল এই জায়গায় এসে পৌঁছত না।’ পাশাপাশি তিনি এও জানান, “আজ রাজ্যজুড়ে বুথে বুথে পালিত হবে ”নাগরিক দিবস”। আমরা সবাই নাগরিক। মানুষের স্বার্থে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। জয় হিন্দ, জয় বাংলা।”

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হয় তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র করার উদ্দেশ্যেই এই দল গঠন করেন সেই সময়ের বঙ্গীয় রাজনীতির অগ্নিকন্যা মমতা। তারপর ২০০০ সালে বামেদের সরিয়ে কলকাতা পৌরসভায় জয়লাভ। সেই বছরই কংগ্রেসকে হটিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয় তৃণমূল। কিন্তু ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কায় খায় মমতার তৈরি এই দল। লোকসভা নির্বাচনে কেবলমাত্র একটি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস। পরবর্তী সময়ে সিঙ্গুর জমি আন্দোলন, নন্দীগ্রামে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পর ২০১১ সালে ৩৪ বছরের জগদ্দল বাম সরকারকে সরিয়ে মহাকরণের অলিন্দে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। বিরোধী দলনেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীতে পরিণত হন মমতা।

বাড়ির উপর উল্টে পড়ল বালিবোঝাই ট্রাক, নিহত পাঁচ

গলসি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়ির উপর উল্টে পড়ল বালিবোঝাই ট্রাক। ঘুমের মধ্যেই দুই শিশু সহ নিহত পাঁচ। মঙ্গলবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। এই দুর্ঘটনার জেরে ওদিন রাত থেকেই বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বালি খাদান থাকা জেসিবি (বালি উত্তলনের মেশিন) এবং কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ। পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার গভীর রাত ২ নাগাদ স্থানীয় খাদান থেকে আসা একটি বালিবোঝাই ট্রাক বাধের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়ির উপর উল্টে পড়ে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাড়িটির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় পাঁচজনের ম্যু হয়। এরপর উত্তেজিত জনতা বালি খাদানে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নিহতদের পরিবারবর্গের দাবি চালক মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে একজনকে।

দশকের প্রথম দিনে রক্ত ঝরল কাশ্মীরে, শহিদ দুই সেনা জওয়ান

জম্মু, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : বছরের প্রথমদিনে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি গুলি শহিদ দুই সেনা জওয়ান।

সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে বুধবার ভোরে রাজৌরি জেলার পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া নৌশেরা সেক্টরে খারি থারায়ত জঙ্গলে গোপন সূত্র থেকে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছিল সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। সামরিক পরিভাষায় এমন ধরণের অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। সেই সময় জঙ্গিদের গুলি শহিদ হন দুই সেনা জওয়ান। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার সেনাপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের পর মনোজ মুকুন্দ নারাভানে জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রনীতিতে পরিণত করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপে মদত দিয়ে যাচ্ছে তারা। প্রসঙ্গত বিগত দশদিনে একাধিকবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান।

পর্যন্ত

● **প্রথম পাতার পর**

বিহীন ই-রিক্সা চালকদের বোঝানো হবে।

এ-বিষয়ে পরিবহন সচিব এল. ডারলং জানিয়েছেন, আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন বিহীন কোন ই-রিক্সা ধরপাকড় করা হবে না। বরং, ওই সময়ের মধ্যে ই-রিক্সা চালকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোঝানো হবে। পশ্চিম জেলা ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকী সামন্ত জানিয়েছেন, আজ রাস্তায় রেজিস্ট্রেশন বিহীন ই-রিক্সা প্রায় দেখাই যায়নি। কারণ, তাঁরাও বুঝে গেছেন রেজিস্ট্রেশন ছাড়া রাস্তায় ই-রিক্সা চালানো বেআইনি। তিনি বলেন, সমস্ত ই-রিক্সা চালকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোঝানো হচ্ছে। আশা করি তাঁরা আমাদের ডাকে নিশ্চয় সাড়া দেবেন।

মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

কোন সহযোগিতা করেননি। বরং বর্তমান সরকারের আমলে নারী নির্যাতন ঘটনা রদ করতে মিছিলের ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী ২ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে সুদীপ রায় বর্মনের মিছিল ডাকার বিরুদ্ধ ামছিল অনুষ্ঠিত হবে। মিছিলে রাজ্যের সকল মহিলা অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন সোমা মজুমদার।

াঙ্গন

বরফের দেশ থেকেই অনুরাগীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা বীরুষ্কা''র

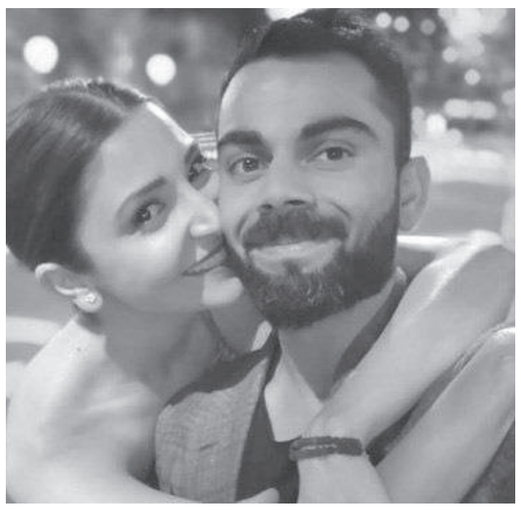

নয়াদিল্লি: ২০১৯-কে বিদায় জানিয়ে শুরু হল নতুন বছর ২০২০। বলা ভালো ২০২০ হাত ধরে সূচনা হল নয়া একটি দশকের। আর নতুন বছর নতুন দশকের সূচনালগ্নে নয়া প্রত্যাশা নয়া সংকল্প নিয়েই পথচলা শুরু সকলের। পিছিয়ে নেই ক্রীড়াব্যক্তিত্বরাও। নতুন বছরে টোকিও অলিম্পিক কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইভেন্ট রয়েছে ভারতের জন্য।ক্রীড়া অনুরাগীরা অবশ্যই চাইবেন গ্লোবাল সার্কিটে সেই ইভেন্টগুলোতে দেশের নাম উজ্জ্বল করুক দেশের ক্রীড়াবিদরা, ঠিক তেমনই দেশের অ্যাথলিটরাও চাইবেন ২০২০ খুব ভালো কাটুক তাঁদের অনুরাগীদের জন্য। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফ্যানেদের নতুন বছরের বার্তা দিলেন বিরাট কোহলি থেকে পিভি সিন্ধু।স্ট্রেলিয়া সফরের মাঝেই ২০১৯ শুরুটা সেলিব্রেট করেছিলেন স্ত্রী''র সঙ্গে। আর ২০২০ শুরুটা ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয় বিরাট কোহলি কাটাচ্ছেন অনুষ্কার সঙ্গে বরফে ঢাকা সুইজারল্যান্ডে। ইন্টারনেটের দৌলতে একথা অনুরাগীদের অজানা নয়। তাই অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে নতুন বছরের বার্তাটাও বরফের দেশ থেকেই দিলেন বীরুষ্কা। এক ছোট্ট ভিডিওবার্তায় অনুষ্কা বলেন, ''আশা করি ২০১৯ আপনাদের ভালোই কেটেছে। কিন্তু ২০২০ আরও ভালো কাটুক। আমাদের দু''জনের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।'' অনুষ্কার সুরে সুর মিলিয়ে এরপর অনুরাগীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান বিরাটও।ক্রিকেটের গন্ডি পেরিয়ে অনুরাগীদের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন শাটলার পিভি সিন্ধুও। পাশাপাশি ফেলে আসা বছরে পাশে থাকার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শাটলার। নিজের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে সিন্ধু লেখেন, ''নতুন বছর আমাদের জন্য কেবল খুশি নিয়ে আসে না, বরং অধরা কিছু স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দেয় যা আমাদের আরও আনন্দ দেয়।'' আরেকটি পোস্টে ক্যাপশন হিসেবে সিন্ধুর সংযোজন, ''২০২০ জন্য আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন তবে আনন্দ করুন। আমি নতুন অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত।

একইসঙ্গে নতুন বছরে যা যা প্রাপ্তিযোগ হতে চলেছে তার জন্য গাম কৃতজ্ঞতা।'' সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আরেক মহিলা শাটলার অশ্বিনী পোনাপ্পা।নতুন বছরটা দুবাইতে কাটালেন জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। বুর্জ খালিফার সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের নতুন বছরের বার্তা দেন বীরু। ''২০২০ হয়ে উঠুক আনন্দের। আপনার জীবন ভরে উঠুক খুশিতে, আপনি সমৃদ্ধ হোন।'' অনুরাগীদের বার্তা দিলেন সচিন তেন্ডুলকর। সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানানোর তালিকায় ছিলেন জিমন্যাস্ট দিপা কর্মকারও।

তাঁর চোখে এই দশকের সেরা পারফরম্যান্স কোনটি, জানালেন নেহরা

শেষ হল একটি দশক। সেই দশকেই ২৮ বছর পর ৫০ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। এক নম্বর টেস্ট দলের মর্যাদা পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়ান ডে-তে রোহিত শর্মার তিনটি দ্বিশতরান ছাড়াও ব্যাট হাতে একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সে সব পারফরম্যান্স মন কাড়তে পারেনি ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার আশিষ নেহরার।সচিন তেন্ডুলকরের অপরাজিত ২০০ কিংবা মহেন্দ্র সিং ধোনির ২০১১-র বিশ্বকাপ জয়ী ইনিংস নয়, ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে দেশের প্রাক্তন লেজেন্ড ভিভিএস লক্ষ্মণের ব্যাট থেকে আসা ৯৬ রানের ইনিংস তাঁর দেখা এই দশকের সেরা পারফরম্যান্স বলে জানিয়েছেন আশিষ নেহরা। কারণ ওই ইনিংসের দৌলতেই সেই ম্যাচে ভয়ঙ্কর প্রোটিয়াদের তাঁদের জমিতে চিত করেছিল ভারত।নেহরা জানিয়েছেন, ডারবানের ওই ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ২১৫ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। সেই ইনিংসে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ভারতীয় বোলারদের দাপটে প্রথম ইনিংসে ১৩১ রানে অল আউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ১৭১ বলে ৯৬ রানে অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ (৩১ বলে ৩২ রান)।তাঁর দেখা এই দশকের সেরা পারফরম্যান্সের তালিকার দ্বিতীয় স্থান অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নাথান লায়নকে রেখেছেন আশিষ নেহরা। বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে ৫০ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন ওই অজি তারকা।

বাবার সুস্বাস্থ্য ফিরে পেতে, ২০১৯ -র সব সাফল্যে বর্জন করতে পারি, বললেন স্টোকস

চড়ার-উতড়াই! ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে বল হাত দলকে ডুবিয়েছিলেন। তিন বছর পর ২০১৯ সালে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ট্রফি দিয়েছেন। সঙ্গে লিডসে একা হাতে বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ইংল্যান্ডকে ১ উইকেটে অ্যাসেজ সিরিজের লড়াইয়ে ফেরান। বছরভর এমন অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়ে এবছর ইংল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার অবশ্যই বেন স্টোকস। বছরের শেষটায় অবশ্য বাবার অসুস্থতার কারণে মাঠ ও হাসপাতালের মধ্যে ছোটাছুটি করে কেটেছে। এবার বছর শুরুতে ঈশ্বরের কাছে বাবার সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করলেন স্টোকস। সঙ্গে ইংল্যান্ডের অল-রাউন্ডার বলেছেন, ''২০১৯ সালের সব সাফল্য দিয়ে দিতে হলেও তার বিনিময়ে বাবাকে সুস্থ দেখতে চাই। বাবা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছাড়লে হাসি মুখে ২০১৯ এর সাফল্য দিয়ে দিতে রাজি।''প্রসঙ্গত বছর শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে ২৩ ডিসেম্বর স্টোকসের বাবা জেরার্ড স্টোকস জোহানেসবার্গ হাসপাতালে ভর্তি হন। স্টোকসের বাবাকে আশঙ্কজনক পরিস্থিতিতে ভর্তি করাতে হয়। পরে ২৯ ডিসেম্বর স্টোকসের বাবাকে আইসিইউ থেকে বার করে নিয়ে আসা হয়।উল্লেখ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরে বসেছে ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডকে ১০৭ রানে হারিয়েছে। ম্যাচে স্টোকস দুই ইনিংসে ৩৫ ও ১৪ রান করতে পারেন। ৩ জানুয়ারি থেকে এরপর কেপটাউনে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে রুট অ্যান্ড কোম্পানি।

মহেন্দ্র সিং ধোনির পর এই দিগগজ খেলোয়াড়ও যোগ দিলেন আর্মিতে

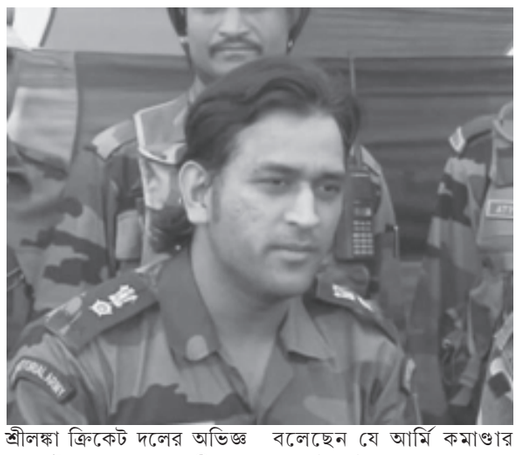

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার খেলোয়াড় থিসারা পেরেরা শ্রীলঙ্কান স্থল সেনা বাহিনীতে শামিল হয়ে গিয়েছেন। পেরেরা মেজর পদে গাজাবা রেজিমেন্ট জয়েন করেছেন। ৩০ বছরের থিসারা পেরেরা টুইটারে এই খবরের পুষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন যে আর্মি কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল শভেন্দ্র সিলভার আমন্ত্রণে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। কলম্বো গেজেটের রিপোর্টের মোতাবেক পেরেরা গাজাবা রেজিমেন্টের মেজর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাকে ঔপচারিকভাবে শ্রীলঙ্কা আর্মি ব্যাটালিয়ন ফোর্সে শামিল করা হয়েছে।সেনাতে মেজরের পদ স্বীকার করে নেওয়ার পর থিসারা পেরেরা টুইটারে এর ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি আর্মি কমান্ডার শভেন্দ্র সিলভার আমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছি। আমি সেনাতে মেজরের পদ গ্রহণ করছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এর জন্য সিলভা স্যারকে ধন্যবাদ। আমি ক্রিকেটের বিভাগে সেনাকে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ দেওয়ার চেষ্টা করব'।মিডিয়া রিপোর্টসের মোতাবেক, পেরেরা শ্রীলঙ্কান সেনার স্বৈচ্ছিক রেজিমেন্টে মোতায়েন থাকবেন।দীনেশ চাণ্ডিমলও এই রেজিমেন্টেশ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক দীনেশ চাণ্ডিমলকে ২০১৯এর মাঝপথে সেনাতে শামিল করা হয়েছিল। তিনিও সেনার দলের হয়ে খেলেন। ৩০ বছরের পেরেরা দেশের হয়ে মোট ৬টি টেস্ট, ১৬১টি ওয়ানডে আর ৭৯টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। তিনি টেস্টে ২০৩, ওয়ানডেতে ২২১০ আর টি-২০তে ১১৬৯ রান করেছেন। বোলিংয়ে তার টেস্টে ১১টি, ওয়ানডেতে ১৭১টি আর টি-২০তে ৫১টি উইকেট রয়েছে। শ্রীলঙ্কান দল আগামী মাসে তিনটি টি-২০ ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারত আসছে। প্রথম ম্যাচ গুয়াহাটিতে ৫ জানুয়ারি খেলা হবে।থিসারা পেরেরার ক্রিকেট কেরিয়ার ৩০ বছরের পেরেরা শ্রীলঙ্কার হয়ে ছটি টেস্ট, ১৬১টি ওয়ানডে আর ৭৯টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে তিনি ২০৩ রান, ওয়ানডেতে ২২১০ রান আর টি-২০তে ১১৬৯ রান করেছেন। এই তিন ফর্ম্যাটে পেরেরা ক্রমশ: ১১, ১৭১ আর ৫১টি উইকেট নিয়েছেন।

ম্যানচেস্টার ডার্বির লাইভ স্কোর কোথায় জানতে পারবেন সরাসরি ?

ইংরাজি ফুটবলের অন্যতম খেলা ম্যানচেস্টার ডার্বি। শনিবার খেলা রয়েছে ম্যান সিটি বনাম ম্যান ইউনাইটেডের মধ্যে। প্রিমিয়ার লিগে বছরের শেষ ম্যানচেস্টার ডার্বিতে আজ রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার সিটি। রাত ১১ টায় শুরু হবে ম্যাচটি (ঞ্চৗর্থন্ঠত্ব্ঠ)। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় পাওয়া গার্দিওলা এবং তার শিষ্যরা রেড ডেভিলদের চেয়ে এবারের মৌসুমে বেশ এগিয়েই রয়েছে। কারণ প্রতিপক্ষ ওলে গানার শিষ্যদের জয় মাত্র ৫ ম্যাচে। ফলে নিজেদের মাঠে সব দিক দিয়েই এগিয়ে থেকে খেলতে নামবে সিটিজেনরা। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যান এগিয়ে রাখছে সফরকারীদের। প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের মোট ১৫৫ দেখায় স্বাগতিকদের জয় ৪৭ ম্যাচে এবং রেড ডেভিলদের জয় ৬১ ম্যাচে। যদিও ৩ বারই শেষ হাসি হেসেছে গার্দিওলা শিষ্যরা। চোটের (জ্জদ্রদ্দন্ডা) কারণে আজ ডার্বিতে সিটিজেনদের শিবিরে থাকতে পারছেন না সার্জিও আগুয়েরো, অ্যামেরিক লাপোর্তে এবং লেরয় সানে। ১৫ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তৃতীয় দল হিসেবে রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ৬ নম্বরে রয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আরও পড়ুন: জ্জদ্রত্থ্খ ন্তুন ঢত্রন্স্ঠ জ্জদ্রত্থত্রন ১ন্স্ঠ২০জ্জ: প্রথম টি ২-তে মুখোমুখি ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কখন, কোথায় দেখা যাবে ম্যাচ; জেনে নিন ক্লিক করেম্যান সিটি বনাম ম্যান ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ সিজনের ফুটবল ম্যাচটি কখন এবং কোথায় দেখা যাবে?ম্যানচেস্টার সিটি বনাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচটি দেখা যাবে আজ ৭ ডিসেম্বর। রাত ১১ টা নাগাদ। ম্যাচটি দেখা যাবে এতিহাদ স্টেডিয়ামে।ম্যান সিটি বনাম ম্যান ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ মরসুমের ফুটবল ম্যাচটি সরাসরি কোন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে?স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ এবং স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১-এ।ম্যান সিটি বনাম ম্যান ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগ ২০১৯-২০ মরসুমের ফুটবল ম্যাচের ফ্রি লাইভ স্ট্রিমিং অনলাইন এবং ফুটবল স্কোর আপডেট কীভাবে দেখবেন?হটস্টারে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে আপনি ম্যান সিটি বনাম ম্যান ইউনাইটেড দেখতে পারেন। এছাড়া চোখ রাখতে পারেন লেটেস্টলি সাইটে।

কোহলি কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করল রাজ্জাক!

পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা বর্তমানে প্রায় অনেকটাই ধরাশায়ী। কিন্তু ভারত এগিয়ে যাচ্ছে তার নিজের অদম্য বলে। আর যার কান্ডারী বিরাট কোহলির মতো ক্যাপ্টেন। যার কাঁধে ভর করে ভারতের থার্মোমিটারের পারদ চড়চড় করে বাড়ছে। শীর্ষে রয়েছে ভারত। একসময় শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটে ভর করে জিতেছে ভারত। কিন্তু শচীন এর জায়গায় তার নিজের স্থান ধরে রেখেছে। তবে তুলনামূলক সাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসে তুলনার কথা। যা বিশ্বে কোন সময় কোন সমালোচকদের মুখে আটকানো যাবে না। তবে এবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আব্দুল রাজ্জাক। এক সময় পাকিস্তানের বোলিং লাইন আপের অন্যতম ছিলেন তিনি।

ভারত সফরের টি-২০ দলে ফিরলেন তারকা অল-রাউন্ডার

কলম্বো: দীর্ঘ ১৮ মাস আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পর অবশেষে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের জাতীয় দলে ফিরলেন শ্রীলঙ্কার তারকা অল-রাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। টি-২০ দলে অভিজ্ঞতার অভাব প্রকট হওয়ায় অভিজ্ঞ ম্যাথিউজকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। সন্দেহ নেই যে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই সিংহলি নির্বাচকদের এমন পদক্ষেপ।২০১৮-র অগস্টে কলম্বোয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাথিউজ শেষ বার শ্রীলঙ্কার হয়ে টি-২০ ক্রিকেটে মাঠে নেমেছিলেন। তার পর থেকে আর সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানি তিনি। অবশেষে অস্ট্রেলিয়া সফরে টি-২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কার ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে ম্যাথিউজকে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেন ও-দেশের নির্বাচকরা।যথারীতি টি-২০ সিরিজের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ লসিথ মালিঙ্গার হাতে। সম্ভবত আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন মালিঙ্গা। নুয়ান প্রদীপের চোট এখনও সেরে ওঠেনি।স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচকরা ভারত সফরের জন্য তাঁর নাম বিবেচনায় রাখেননি। বাদ পড়েছেন শেহান জয়সূর্য।উল্লেখ্য, আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ভারতে কোহলিদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। প্রথম ম্যাচ খেলা হবে গুয়াহাটিতে। ৭ ও ১০ জানুয়ারি সিরিজের বাকি দুটি টি-২০ খেলা হবে যথাক্রমে ইন্দোর ও পুণেতে।ভারত সফরের জন্য শ্রীলঙ্কার টি-২০ স্কোয়াড: লসিথ মালিঙ্গা (ক্যাপ্টেন), কুশল পেরেরা, দানুস্কা গুণতিলকে, আবিস্কা ফার্নান্ডো, ভানুকা রাজাপক্ষে, ওশাদা ফার্নান্ডো, দাসুন শানাকা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, নিরোশন ডিকওয়েলা, কুশল মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লকশন সান্দাকান, ধনঞ্জয়া ডি''সিলভা, লাহিরু কুমারা ও ইসুরু উদানা।

কেন উইলিয়ামসনের পারফরম্যান্স মনে দাগ কেটেছিল, জানালেন বিরাট

নয়াদিল্লি : ২০০৮ সালের আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হয়ে কেন উইলিয়ামসনের পারফরম্যান্সের কথা এখনও মনে আছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির। তিনি নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন, ''কেনের বিরুদ্ধে খেলার কথা মনে আছে। ও তখন থেকেই দলের বাকিদের চেয়ে আলাদা। অন্য খেলোয়াড়দের চেয়ে ওর ব্যাটিং দক্ষতা আলাদা ছিল। কেন, স্টিভ স্মিথের মতো আমাদের সময়ের এতজন খেলোয়াড় ওদের দেশের হয়ে খেলছে দেখে ভাল লাগছে।''বিরাট আরও বলেছেন, ''আমার কেরিয়ারে আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই প্রতিযোগিতা আমাদের কেরিয়ার গড়ে তোলার পক্ষে ভাল মঞ্চ ছিল। তাই আমার হৃদয়ে ওই প্রতিযোগিতার বিশেষ জায়গা আছে।''২০০৮ সালের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। বিরাটই ছিলেন অধিনায়ক। ওই প্রতিযোগিতায় তিনি ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন। সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারত। বিরাটের সতীর্থ ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ড দলে ছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদিরা।

অনুমতি দিলে পাকিস্তান সফরে যেতে তৈরি, জানালেন বাংলাদেশের কোচ রাসেল ডমিঙ্গো

ঢাকা : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনুমতি দিলে পাকিস্তান সফরে যেতে তৈরি, জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গো। তাঁকে উদ্ধৃত করে আইসিসি জানিয়েছে, ''যদি আমাদের যেতে হয়, তাহলে আমি যাচ্ছি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা আলোচনা করতে পারি। এ বিষয়ে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ক্রিকেট বোর্ডই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।''এ মাসের শেষদিকে পাকিস্তান সফরে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের। তিনটি টি-২০ ও দু''টি টেস্ট ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে দু''দলের। তবে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান জানিয়েছেন, পাকিস্তানে নিরাপত্তার বিষয়ে সংশয় থাকায় টেস্ট সিরিজ অনিশ্চিত। কোনও নিরপেক্ষ দেশে টেস্ট সিরিজ হলে তাঁদের আপত্তি নেই। যদিও নিজেদের দেশেই টেস্ট সিরিজ আয়োজন করতে চায় পিসিবি। এ বিষয়ে এখনও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি।

নতুন বছরে পাশে ''পটাকা''! অবশেষে মনের মানুষকে নিয়ে ছবি পোস্ট করলেন হার্দিক

মুম্বই: নতুন বছরে নতুন খবর দিলেন হার্দিক। একেবারে মনের মানুষকে নিয়ে ছবি পোস্ট করে দিলেন। অর্থাত ২০২০ যে তার কাছে স্পেশাল তা একপ্রকার বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় দলের এই জনপ্রিয় ক্রিকেটার। নিজের বান্ধবীকে বর্ণনা করলেন পটকা বা ফুলঝুরির সঙ্গে! একসঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিখলেন বছর শুরু করছি আমার ফুলঝুরির সঙ্গে। হার্দিকের বান্ধবী হলেন সার্বিয়ার অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচ। বেশ কিছুদিন ধরে নাতাশার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা চলছিল। একসঙ্গে দু''জনকে দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে নতুন বছরে নিজের সম্পর্কের গুজবে সিলমোহর দিলেন হার্দিক। শিকার করে নিলেন যে নাতাশা তার বান্ধবী। এই ছবি পোস্ট করার পর অজস্র কমেন্টের বন্যা বয়ে গেল। এমনকি তার সতীর্থ কে এল রাহুল ও যুজবেন্দ্র চাহালও মন্তব্য করতে ছাড়লেন না।পাতত চোট সমস্যায় হার্দিক মাঠে নামতে পারছেন না। পিঠে ব্যাথা পেয়েছেন তিনি। লন্ডনে তার চিকিতসাও চলেছে। বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিস সিরিজ খেলতে পারেননি তিনি। আগামিদিনে শ্রীলঙ্কা সফরেও বাদ পড়েছেন হার্দিক। তবে এখন মাঠে নয়, নতুন বছরের শুরুতে মাঠের বাইরেই ঝড় তুলললেন তিনি।

NO. F.2-26JDDFC/VEF /RKN/2019
Dated, Agartala, 23rd December, 2019
NOTICE INVITING e-TENDER

e-tender rates in plain paper ad tressed to the Dy. Director of Anini Resources Development, R.K. Nalar Farm Complex, a:e invited cn behalf of the Governor of ripura frifn experienced carrying mtractor for transportation /carrying/ includirg loading and unloading of prepared ration/Calf (owth Meal/ feed ingredients etc. for livestock and birds from reed Mix rg Plant, r.K.Nagar Fat n Complex to diff• rent Institutions/ Govt. Farms of the Department tnroughout the State)f Tripura w.e.f 1st 1 ebruary,2020 to 31st Jaluary, 2021. Every carry ng cuntrac.or should have at least 1(One) no of big truck (9 MT and above) & 1(One) no small truck (Upto 5MT) Eck (upto 5 MT) his own or his legal family member/ partner with documentiiry proof or the put pose of placing the said numbers of vehicles at a time if necessary at the time of dispatching the feed .ingredients/prepared ration/Calf Growth Meal etc. The hard copy of e-tender **will be rece, ed ono/ through registered post/courier service.** Tencers recei ed idter than the scheduled time and date due to postal delay anc or whatsoever will not be accepted. fhe Direct(ARDD reserves the right to reject any/all The tenders without showing any reason thereof. The last date/time(of submission of the Tender Documents by online is on **11/01/ 2020 at 3 PM.** The derails of the tender may be refers to rittp://www.tripurE, enders.govt.in anc also in the Departmental website of ARDD.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, so Bidders are requested to get the update themselves from the e-procurment web portal only.

ICA/C-2069/2019-20 **(Dr. Pran Kumar Das.) Dy.Director of ARD(FC) R.K.Nagar :Farm Complex.**

NOTICE INVITING TENDER
GOVT. DEGREE COLLEGE
GANDAHERAA, DHALAI, TRIPURA
Sealed Tenders are invited from the authorized and eligible service providers for providing manpower for various activities in the capacity of Security Guards, Gardener, Sweeping staff and Data Entry Operator at Govt. Degree College, Gandacherra. The tenders will be received upto January, 2020 and the same will be opened on 7th January, 2020. Tender terms and conditions can be downloaded from the url https://www.gdcgnc.edu.in

S/d
ICA/C-2072/2019-20 Principal in-Charge
Govt. Degree College, Gandacherra

NOTICE
The Electoral Roll Observer for 43-Karbook (ST) Assembly Constituency Sri Sahadeb Das, IAS, Secretary, Department for Welfare of Minorities, Government of Tripura, will visit Karbook on 3rd January, 2020 at 11 am. He will hold a meeting with the representatives of all the political parties under Karbook Sub-division at 11.30 am. in connection with the ongoing Special Summary Revision with reference to 01.01.2020 as the qualifying date. He will hear the claims and objection, if any, of the citizens/public at the chamber of the SDM, Karbook.

ICA/D-1494/2019-20 L. Darlong ERO(SDM), Karbook

ইংরেজি নববর্ষ ২০২০ থেকে মণিপুরে প্রচলিত ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা

ইমফল (মণিপুর), ১ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও একটি রাজ্য মণিপুরে আজ ১ জানুয়ারি থেকে চালু হয়ে গেছে ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) ব্যবস্থা।

বুধবার হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী নাংথমবাং বীরেন সিংহ জানান, গতকালই সরকারিভাবে স্টেট গ্যাজাটে এই ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। আইএলপি ব্যবস্থা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এবার তা কার্যকর হওয়ায় রাজ্যের ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা প্রদান করবে। তিনি জানান, রাজ্যের সকল প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ তৈরি করা এবং রাজ্যে যাতে এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তিত হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নাংথমবাং বীরেন সিংহ বলেন, আইএলপি-র সম্প্রসারণ রাজ্যবাসীর ধারা প্রচেষ্টার ফসল। বলেন, 'মণিপুরে আইএলপি সম্প্রসারণ করায় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সর্বোপরি দলীয় শীর্ষ নেতাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত।' জানান, তাঁর সরকার সিংজল, মোরে, মাও, জিরিবাম, জেসামি, বেইহাং, বীর টিকেন্দ্রজিৎ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ ৭ থেকে ৮টি স্থানকে প্রবেশদ্বার হিসেবে নির্বাচন করেছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত অসুরক্ষিত কিছু কিছু অঞ্চলে থানা স্থাপন করার উদ্যোগও সরকার নিয়েছে।

মণিপুরে ভূমিপুত্র নাগরিকদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভিত্তিবর্ষ কী হবে জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ জানান, দেশজুড়ে এনআরসি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 'কেন্দ্র সবুজ সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এনআরসি প্রক্রিয়া শুরু করব।' জানান মুখ্যমন্ত্রী নাংথমবাং বীরেন সিংহ। তিনি রাজ্যে চলমান নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা হওয়ায় মণিপুর এমনিতেই সুরক্ষিত হবে, এখানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে আইএলপি কার্যকর হওয়ার বহু আগে থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্য যথাক্রমে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গত ৯ ডিসেম্বর মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট প্রবর্তন করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার আগরতলায় কল্পতরু উৎসবের সূচনা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কেমতলীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব শুরু

রুদ্রসাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : রুদ্রসাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে যেখানে সাগরমহল রয়েছে তার পাশে স্টার ক্যাটাগরির একটি হোটেল নির্মাণ করা হবে। ফেণী নদীর উপর বীজ চালু হয়ে গেলে এবং সোনামুড়ায় গোমতী নদী দিয়ে ছোট জাহাজ আসা যাওয়া শুরু করলে রুদ্রসাগরে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা বাড়বে। এতে রাজ্যের পর্যটন শিল্প লাভবান হবে। আজ সোনামুড়ার কেমতলীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ম'তি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কথাসাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব-২০২০'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রুদ্রসাগর হচ্ছে এমন একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন ক্ষেত্র যা আগামীদিনে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারে। বিষয়টি বাস্তবে রূপ পেলে রুদ্রসাগর এলাকার জনসাধারণ সবচেয়ে বেশি উপক'ত হবেন। তাদের কাছে কর্মসংস্থানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। রুদ্রসাগরের উন্নয়নে তিনি বিশেষ করে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করে বলেন, ত্রিপুরার সব অংশের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। কোনও এলাকার উন্নয়নের জন্য এখন আর আন্দোলন করতে হয় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথে ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ একদিকে যেমন ছিলেন সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক। অন্যদিকে তিনি সমাজ সচেতকও ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গ্রাম ত্রিপুরার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এম জি এন রেগা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরা সাফল্য পেয়েছে। এরই ফলস্বরূপ সম্পতি গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে পূর্বোত্তরের এই ছো- রাজ্য ১৩টি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্যকে মানুষের কাছে আরও বেশি করে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর লেখায় মাটির যে গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় তা বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, মেলাঘর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম দাস, নলছড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জওহরলাল ঘোষ, সিপাহীজলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সোনামুড়ার মহকুমা শাসক সুবত মজমদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব সহদেব দাস। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে মোট ১৫টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে। প্রদর্শনী মণ্ডপগুলি প্রতিদিন বিকেল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের, বহির্রাজ্যের এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের খ্যাতনামা শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এছাড়াও প্রতিদিন থাকবে আলোচনাচক্র, কবিগান, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। এই উৎসব উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। আজ শিবিরে ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করে তাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অদ্বৈত মল্লবর্মণ ম'তি পুরস্কার এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ মারক সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উপন্যাসিক হরিশঙ্কর জলদাসকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ম'তি পুরস্কার ২০২০-এ ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ 'তিতাস পাড়ের মৎস্যজীবীদের অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রা' প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও ত'তীয় স্থানাধিকারীদেরও পুরস্ক'ত করা হয়।

শান্তিরবাজারে পুকুরে আবর্জনা ফেলার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। পুর পরিষদের বাজার এলাকায় পুকুরের জলে নোংরা আবর্জনা ফেলতে বারন করায় আক্রমণের শিকার হলেন শান্তির বাজারের এক ব্যবসায়ী। শান্তিরবাজার মহকুমার পুরপরিষদ এলাকায় বাজারে একটিমাত্র জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয় থেকে বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের জন্য জল ব্যবহার করে থাকে।

কিন্তু দেখা যায় শান্তির বাজারের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই জলাশয়ে ফেলছে। উনারা আবার শাসকদলের কাছের লোক বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়িতে অনুষ্ঠান শেষের পর অনুষ্ঠানের পরিত্যাক্ত নোংরা আবর্জনাগুলি জলাশয়ের ধারে ফেলার সময় এক দোকানদার বাধা দেয়।

এতে করে ঘটে চরম বিপত্তি। ব্যবসায়ী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি উনার দলবল নিয়ে ঐ জনৈক ব্যবসায়ীর উপর আক্রমণ করে এমনটাই অভিযোগ।

অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী শান্তিবাজার থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করেন। জলাশয়ের সত্যতা জানতে গিয়ে দেখা যায় সম্পূর্ণ জলাশয়টি নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এও দেখা যায় ব্যবসায়ীরা এই জলাশয়ের জল সংগ্রহ করে নিজ নিজ কাজ করে থাকেন। এলাকার লোকজন ও ব্যবসায়ীরা ও স্নান করে থাকে। এই ব্যাপারে পুর পরিষদের কাউন্সিলার জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই নিয়ে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে ব্যবসায়ীদের মনে। কাউন্সিলার ও পুর পরিষদের সি ও তথা শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অর্ঘ্য সাহাকেও এই ব্যাপারে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এডিসি ভোটের মুখে ত্রিশাবাড়িতে টিটিএফের জমায়েত ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগামী এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং সংগঠনকে চাঙ্গা করতে উপজাতি ভিত্তিক সংগঠন টিটিএফ এর পক্ষ থেকে বুধবার ত্রিশাবাড়ি এলাকায় র‍্যালি ও জমায়েত সংগঠিত করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন টিপিএফের প্রতিষ্ঠাতা পাতাল কন্যা জমাতিয়া, সাধারণ সম্পাদক কান্তিলাল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ দুম্কি এলাকা থেকে টিপিএফ দলের কর্মীরা র‍্যালি শুরু করে। র‍্যালিটি দুম্কি বাজার, মোহড়পাড়া হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালি শেষে ত্রিশাবাড়ি এলাকায় জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে শুরু হল সপ্তাহব্যাপী পথনাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১ জানুয়ারি।। প্রতিবারের মতো এবারও বছরের শুরুতেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কুমারঘাটে শুরু হলো সপ্তাহব্যাপী পথনাটক। বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয়ের উপর কুমারঘাট এবং পেঁচারথল ব্লকের বিভিন্ন জনপদে এই পথ নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ বুধবার কুমারঘাট কো-অপারেটিভ সংলগ্ন রাস্তায় উদ্বোধন হলো সপ্তাহব্যাপী এই পথ নাটকের। উদ্বোধন করেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্তচলবে এই কর্মসূচি। উদ্বোধনী পর্বে স্থানীয় নাট্য শিল্পীরা স্বচ্ছ ভারতের উপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করে উপস্থিত দর্শকদের সামনে। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের কুমারঘাট মহকুমার আধিকারিক শুভাশিস সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিমেশ সিন্‌হা, পবিত্র দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ওয়েবসাইটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ওয়েবসাইডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন দপ্তরের মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ওয়েবসাইড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরী। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পরিবেশের সমতা বজায় রাখা জরুরী। পরিবেশ সুরক্ষা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বেঁচে থাকায় উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেও উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

বড়মুড়া ইকো পার্কে পর্যটক আগমনে ভাঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : বিদায়ের দিনে ও বড়মুড়া ইকোপার্কে বনভোজন পিপাসুদের অনুপস্থিতির কারণে রাজ্য সরকারের রেভিনিউ সংগ্রহে ও ভাটা পড়ল। প্রাণ চঞ্চলময়ী বড়মুড়া ইকোপার্কে পা রেখে বুঝা গেল ছন্দ পতন। মঙ্গলবার বছরের শেষ দিনে বড়মুড়া ইকোপার্কের পিকনিক স্পটে উপচে পড়া ভীড় থাকার কথা থাকলেও, সেখানে গিয়ে দেখা গেল হাতে গুনা কয়েকজন মিলে বনভোজন করছে। এছাড়াও রয়েছে কেরল ঝি ঝি পোকার শব্দ। এব্যাপারে বনভোজনে আসা এক যুবক জানান। এখন পরিস্থিতি শান্ত, তবে মানুষজন এখানে কম আসছে কেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন বিগত কিছু দিন পূর্বে ক্যাব নিয়ে রাজ্যের উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি বন্‌ধ সহ বিশৃঙ্খলার কারণে বড়মুড়া ইকো পার্কেও সরকারের রেভিনিউতে ভাঁটা পড়ল। যদিও বর্তমানে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজমান। এই পার্কে বন দফতরের অধীনে থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

পর্যটকদের জন্য অডিও গাইড পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। পর্যটকদের জন্য অডিও গাইড পরিষেবা চালু হয়েছে ত্রিপুরায়। কারণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন পরিষেবার মানোন্নয়ন করছে। রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এখনও সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই, আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের কনফারেন্স হলে পর্যটকদের জন্য অডিও গাইড পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।তাঁর কথায়, ত্রিপুরাকে পর্যটন ক্ষেত্রে ট্যুরিস্ট সার্কিট হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। এই অডিও গাইড পরিষেবার মাধ্যমে পর্যটকরা ত্রিপুরাকে আরও বেশি করে জানতে পারবেন। তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে এই পরিষেবা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও নীরমহলে চালু হচ্ছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে পর্যটকরা রাজ্যের ইতিহাস, বিভিন্ন জাতি-জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয়ে জানতে পারবেন।এদিন অনুষ্ঠানে পর্যটন সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, এই পরিষেবা চালুর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আগত পর্যটকরা উপকৃত হবেন। তাঁরা ত্রিপুরাকে আরও বেশি করে জানতে পারবেন। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার যুবক-যুবতীদের পর্যটক গাইড হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যটক গাইডরা সংশ্লিষ্ট এলাকার পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের সঠিক গাইডের পরিষেবা দিতে পারেন।এদিন স্বাগত ভাষণে পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি বলেন, এই পরিষেবাতে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে ১০টি লোকেশনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি লোকেশনে আলাদা আলাদা তথ্য থাকছে। পর্যটকরা ১০০ টাকার বিনিময়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায় এই পরিষেবা নিতে পারবেন। অনুষ্ঠান শেষে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ এই অডিও গাইড পরিষেবা নিরীক্ষণ করেন।

আইজিএমে রক্ত দিলেন বিএসএফ জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : ইংরেজী নববর্ষে আইজিএম হাসপাতালে রক্তদান করলেন বিএসএফের জওয়ানরা। বিএসএফের শালবাগানস্থিত প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে আইজিএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে নববর্ষের সকালে তারা রক্তদান করেন। নববর্ষে রক্তদান করে বিএমএফের পক্ষ থেকে সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই বি এস এফের এই রক্তদান বলে তারা জানিয়েছেন। এই ধরনের প্রয়াস আগামী দিনেও জারী রাখার অঙ্গীকার করেছন বিএসএফের অফিসার এবং জওয়ানরা।

সুপ্রভাত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষের ১ম দিনেই সুপ্রভাত নামে এক সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে দুঃস্থদের মধ্যে এক বস্ত্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শীতের প্রকোপে দরিদ্র, ফুটপাতবাসীরা যখন জড়সর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তখন এ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি এগিয়ে এসে তাদের পাশে দাড়ানো সত্যিই মানবিকবার এক নিদর্শন। রাজধানীসহ শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল সামাজিক সংস্থাগুলি সমাজের দায়বদ্ধতার

ছয়ের পাতায় দেখুন

নতুন বছরের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। বুধবার নতুন বছর তথা নতুন দশকের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের ট্যুইটবার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লেখেন, আরও শক্তিশালী এবং বেশি সমৃদ্ধশালী ভারতের পুনরায় অঙ্গীকার নিয়ে নতুন বছর এবং নতুন দশককে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ২০২০ সাল প্রতিটি পরিবার, দেশ এবং সুন্দর পৃথিবীর জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক।

উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, 'নতুন বছর ২০২০ সকল নাগরিকদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।' দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অপর এক ট্যুইটবার্তায় তিনি নতুন লক্ষ্য, নতুন অঙ্গীকার নেওয়ার কথা বলেন। আশাহত না হয়ে উচ্ছ্বাস এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকলকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান করেন। শান্তি, ভালবাসা, সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সাম্য ও সমৃদ্ধশালী বিশ্বগড়ার ডাক দেন। উল্লেখ, একটা গোটা দশক পেরিয়ে নতুন একটা দশকে প্রবেশ করল বিশ্ববাসী। সেই উপলক্ষ্যে আরও সংবেদনশীল মানুষ হওয়ারও আহ্বান করেছেন উপরাষ্ট্রপতি।

নববর্ষের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার নিজের ট্যুইটবার্তায় অসাধারণ ২০২০ কামনা করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, 'এই বছর সকলের জন্য আনন্দ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক।' সকলের সুস্বাস্থ্যের কামনা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ইচ্ছাও যাতে পূরণ হয় সেই প্রার্থনাও করেন তিনি।

২০২০ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সকলের আনন্দ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। একটা গোটা দশক শেষ নতুন দশক শুরু হল এদিন। চলতি দশকে দেশের অগ্রগতিই প্রধান লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের।

২০২০, ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির

গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০২০, ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। নববর্ষের এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, আগামী দিনগুলিতে অসমের জন্য যেন অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। শান্তি ও সম্প্রীতিতে ভরে উঠে নতুন বছর। পারস্পরিক সম্পর্ক আরও আরও মজবুত হোক, চান রাজ্যপাল প্রফেসার জগদীশ মুখি। রাজ্য যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় তা-ই কামনা করছেন তিনি।

বার্তায় তিনি বিদায়ী বছরে শান্তি-সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অসমের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এভাবে আগামী নতুন বছরও শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহাবস্থান করার আপিল জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।